১৪ মুহাররম ১৪৪২ হিঃ মোতাবেক ২রা সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাদানী চ্যানেলে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের লিখিত সংকলন

দা'ওয়াতে ইসলামী

সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী

- দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজের শুরু
- দা'ওয়াতে ইসলামী ও আলোচিত
- দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস উদযাপনের উপকারীতা
- দা'ওয়াতে ইসলামীর জনকল্যাণ মূলক কাজ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৩	পূর্বে আপনি টিভিতে আসতেন না, এখন কেন আসেন?	২৩
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪		
দা'ওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার জন্য ওলামায়ে কিরামের প্রথম বৈঠক	৫	জনসাধারণের অধিকাংশই হলো অরাজনৈতিক মানসিকতা সম্পন্ন!	২৪
আমীরে দা'ওয়াতে ইসলামী নিয়োগ	৬	দা'ওয়াতে ইসলামী কি কখনো রাজনীতিতে আসতে পারে?	২৫
দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজের শুরু	৭		
দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম ইজতিমা	৯	দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কি কেক কাটা যাবে?	২৬
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীকে সমর্থন	১০	জন্মদিন কিভাবে উদযাপন করবে?	২৭
		আমীরে আহলে সুন্নাত সন্তানদের জন্মদিন কিভাবে উদযাপন করেন?	২৮
দা'ওয়াতে ইসলামীর উন্নতি ও আমীরে আহলে সুন্নাতের অভিপ্রায়	১১	দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শূরা কেন গঠন করা হলো?	২৮
দা'ওয়াতে ইসলামী যখন থেকেই শুরু হয়েছে উন্নতির সোপানেই আরোহন করছে!	১২	মাদানী মুযাকারার ধারাবাহিকতা কবে থেকে শুরু হয়?	৩০
		মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা কিভাবে আসলো?	৩১
সংগঠনের গাড়ি সমস্যার চাকার উপরই চলে!	১৪	দা'ওয়াতে ইসলামী কোটি কোটি মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী!	৩২
বাল্যকাল থেকেই সুন্নাতের উপর আমল করার আগ্রহ	১৫		
দা'ওয়াতে ইসলামীর বার্ষিক ইজতিমা শুরু কিভাবে হলো?	১৭	দা'ওয়াতে ইসলামীর দেশের ইতিহাসে অতুলনীয় কর্মকান্ড	৩৮
		নিগরানে শূরা দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস কিভাবে উদযাপন করেছেন?	৩৯
দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার শুরু কিভাবে হলো?	১৮	আল্লাহ পাকের প্রিয় লোক	৪০
দা'ওয়াতে ইসলামীতে 'মদীনা' ও 'ফয়যান' শব্দ দু'টি কিভাবে প্রচলন হলো?	২১	উম্মতের সংশোধনের প্রবল আগ্রহ (ঘটনা)	৪১

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
দা'ওয়াতে ইসলামী ও তাসাউফ	৪৩
মুক্তির জন্য দু'টি বিষয় জরুরী	৪৪
জাহির ও বাতিন উভয়ের সংশোধন জরুরী	৪৫
আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত অন্তরের সংশোধন সম্ভব নয়!	৪৭
দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস উদযাপনের উপকারীতা	৪৮
আউলিয়ায়ে কিরামের ধরন ও দা'ওয়াতে ইসলামী	৪৯
বার্ষিক ইজতিমা প্রতি বছরই বড় হতে থাকে	৫১
দা'ওয়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে পরিবর্তন সাধন করা!	৫৩
ওলামায়ে কিরামের অভিমত (ভিডিও ক্লিপ্স)	৫৪
রুকনে শূরাদের অনুভূতি,অভিমত ও বিভাগ সমূহের পরিচিতি	৫৬
মাদানী চ্যানেল	৫৭
শিশুদের মাদানী চ্যানেল	৫৮
সোশ্যাল মিডিয়া (Social Media)	৫৯
দা'ওয়াতে ইসলামীর জনকল্যাণ মূলক কাজ	৬০
দারুল মদীনা	৬৩
ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট (অনুবাদ বিভাগ)	৬৪
আইটি ডিপার্টমেন্ট	৬৫
ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ	৬৬
শিক্ষা বিভাগ	৬৭
দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজের বন্টন প্রক্রিয়া	৬৯
সাপ্তাহিক ইজতিমা সমূহ	৭০
ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট	৭১
মুর্শিদের দেশের বাইরে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ	৭২
মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ	৭২
জামেয়াতুল মদীনা মজলিশ	৭৪
আল মদীনাতুল ইলমিয়া	৭৫
পবিত্র কাগজের টুকরো সংরক্ষণ বিভাগ	৭৫
মাদানী কাফেলা বিভাগ	৭৬
কিছু বিভাগের আপডেট কার্যবিবরনী	৭৭

Dawate Islami

ভূমিকা

প্রত্যেক যুগে যুগে এমন লোক এসেছে, যাঁরা দ্বীনের প্রচার, মুসলিম সমাজের রূপরেখা ও উম্মতের সংশোধনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলেন, তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ইসলামের সঠিক শিক্ষা আমাদের নিকট পৌঁছেছে, اِنْ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোক আসতে থাকবে, যার মাথায় দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মুকুট থাকবে।

সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন মনিষী হলেন শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী; তিনি সমাজের সংশোধন ও দ্বীনের প্রচার প্রসারের প্রেরণায় ভরপুর নিজের উদ্দেশ্য: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** এর অধিনে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই পুস্তিকাটি **"দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী"** এই মহান সংগঠনের ৩৯তম বার্ষিকীতে মাদানী চ্যানেলে হওয়া অনুষ্ঠানের লিখিত সংকলন, যাতে আপনারা পাঠ করবেন: **"দা'ওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার জন্য ওলামায়ে কিরামের প্রথম বৈঠক"**, **"আমীরে দা'ওয়াতে ইসলামী নিয়োগ"**, **"দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজের শুরু"** ইত্যাদি।

এই পুস্তিকাটি ২০২০ সালে সম্পাদনা করা হয়েছিলো, প্রকাশ করা পর্যন্ত কিছু কিছু বিভাগের কার্যবিবরনীতে উল্লেখ যোগ্য উন্নতি হয়েছে, যা এই পুস্তিকার শেষের দিকে রয়েছে। এই পুস্তিকা আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগের যিম্মাদার মাওলানা আব্দুল্লাহ নাঈম আত্তারী মাদানী সংকলন করেছেন।

আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic **R**esearch **C**enter
২৯/০৭/২০২১ ইং

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী[১]

শয়তান লাখে অলসতা দিবে, এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে সুসংবাদ দিয়েছে যে, যেই ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি রহমত প্রেরণ করেন আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি নিরাপত্তা প্রেরণ করেন।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১..এই পুস্তিকাটি ১৪ই মুহাররামুল হারাম ১৪৪২ হিঃ মোতাবেক ২রা সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাদানী চ্যানেলে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের লিখিত সংকলন, যা আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র"** বিভাগ সংকলন করেছে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

২. মুসনদে ইমাম আহমদ, মুসনদে সাঈদ বিন যায়িদ.., ১/৪০৭, হাদীস ১৬৬৪।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার জন্য ওলামায়ে কিরামের প্রথম বৈঠক

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রাথমিক অবস্থা বর্ণনা করুন যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে? কিরূপ অবস্থা ও কর্মকান্ড ছিলো? (নিগরানে শূরার প্রশ্ন)

উত্তরঃ আমি নূর মসজিদে (কাগজী বাজার) ইমামতি করতাম, নাত পরিবেশনকারী মরহুম ইউসুফ মেমনের ছোট ভাই আমার কাছে এলো, দাওয়াত নামা দিলো আর বললো: মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপনাকে এই দাওয়াত নামা পাঠিয়েছেন। সেই দাওয়াত নামায় লিখা ছিলো: "আমার ঘরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যাপারে বৈঠক হবে, যাতে আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও অংশগ্রহণ করবেন।" আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত হয়ে গেলাম, সেখানে গাযালিয়ে যামান আল্লামা সৈয়দ আহমদ কাযেমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও অসংখ্য আহলে সুন্নাতের আয়িম্মায়ে দ্বীন উপস্থিত ছিলেন, আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **দা'ওয়াতে ইসলামী**

www.dawateislami.net

সম্পর্কে বর্ণনা করলেন এবং ওলামায়ে কিরামগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ উপস্থাপন করলেন।[১]

মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী ও আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর সাংগঠনিক চিন্তাভাবনা ও ইসলামের প্রতি তাদের যেই অগাধ ভালবাসা ছিলো তা খুবই প্রভাবময় ছিলো। মসলকে আহলে সুন্নাতের প্রতি প্রবল ভালবাসা তাঁদের কথায় দেখা যাচ্ছিলো, তাঁদের কথাবার্তায় (বর্তমান) রাজনীতির কোন আলোচনা ছিলো না, অর্থাৎ তাঁরা যেমন সংগঠন চান তার সারাংশ হলো: (বর্তমান) রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে এমন কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে লোকেরা নেকীর প্রতি ধাবিত হবে, নামায পড়বে, সুন্নাতের পরিবেশ হবে এবং তাদের ঈমান হিফাযতের মাধ্যম হবে।

আমীরে দা'ওয়াতে ইসলামী নিয়োগ

যখন আমি সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরশে দারুল উলুম আমজাদীয়ায় গেলাম, তখন সেখানে মাওলানা

১..এই বৈঠক ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে হয়েছিলে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

ক্বারী রেযাউল মুস্তফা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাত হলো আর বললেন: আমার মামা অর্থাৎ মাওলানা আরশাদুল কাদেরী সাহেব আপনাকে স্মরণ করছেন এবং বলেছেন: "আমি ইলইয়াস কাদেরীকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আমীর বানাবো" অতঃপর ক্বারী রেযাউল মুস্তফা সাহেব বললেন: আপনি অমুক কক্ষে চলে যান, আমি সেখানে চলে গেলাম। সেখানে আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বললেন: "আমরা তোমাকে বাবুল মদীনায় (করাচীতে) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আমীর বানালাম" এছাড়াও আরো পরামর্শও হলো, অবশেষে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী** (বানানোর পরামর্শ) গ্রহণ করে নিলাম। অতঃপর আমার দ্বারা যতটুকু হয় চেষ্টা করে কাজ শুরু করলাম আর এখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আপনাদের সামনেই।

দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজের শুরু

তখন না কোন ওয়ার্কিং কমিটি ছিলো, না সংগঠনের কোন সিস্টেম ছিলো, এভাবে ভাবুন আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিয়ে যেনো বলা হলো: "**দা'ওয়াতে ইসলামী** সামলাও! এবার তুমি জানো আর তোমার কাজ জানে।" তবে আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছিলেন:

www.dawateislami.net

আমি সেটার একটি ঘোষণাপত্র লিখছি, (পরবর্তিতে) সেই ঘোষণাপত্র আমি পেয়েছি কিন্তু অনেক বেশি ছোট লেখার কারণে আমি তা সম্পূর্ণ পড়তে পারিনি। যাইহোক আমি কোন রকম করে কাজ শুরু করে দিলাম, প্রসিদ্ধ উদাহরণ হলো: **"কাজ করতে করতে কাজ শেখা হয়"** তো আসলেই আমি কাজ করতে করতেই শিখেছি। আমার সাথে আমার বন্ধুদের একটি গ্রুপ ছিলো, আমরা মিলে কাজ শুরু করলাম, **আল্লাহ পাকের** সাহায্য, **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি ও ফয়েয সহায় ছিলো যে, এই কাজ বৃদ্ধি পেতে পেতে এতটুকুতে এসে পৌঁছেছে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ আমরা (উনচল্লিশতম) **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছি! শুরুতে যেই সকল ইসলামী ভাই আমার সাথে ছিলো, তারা আমাদের এই ইজতিমায় অংশগ্রহণও করেছে আর তাদের মধ্যে অনেকে তো এমন রয়েছে, যারা নিজেদের সময়ে খুবই সক্রিয় ছিলো, কিন্তু এখন তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামীতে** এমন যুবকও রয়েছে, যার চোখই **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশে খুলেছে। **আল্লাহ পাক** সবার খেদমতকে কবুল করুক।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিবলা আলহাজ সৈয়দ আব্দুল কাদের শাহ যিয়ায়ী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রকাশ "বাপু শরীফ" এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতিতে তাঁরও অংশীদার রয়েছে, যতক্ষণ **আল্লাহ পাক** চেয়েছেন তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনেক কাজ করেছেন। **আল্লাহ পাক** তার কবরে রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খেদমত কবুল করুক, তাঁর ও তাঁর সন্তান সন্ততিকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করেুক, তাঁর সদকায় আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিক।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম ইজতিমা

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম ইজতিমা কোথায় ও কিভাবে হয়েছে?[১]

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম ইজতিমা মুরশিদের দেশের বিখ্যাত খতীব মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্নেহের ছায়ায় জামে মসজিদ গুলযারে হাবীবে হলো। মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী সাহেব

১..এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে, আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মঞ্জুরকৃত। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁর আমাদের প্রতি অনেক মহানুভবতা ছিলো, তিনি বলেন: "আমার মসজিদকে মারকায বানাও।" তিনি আমাদের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না, আমরা যেভাবে চাই কাজ করতাম, তাঁর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অনুমতি ছিলো।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে দা'ওয়াতে ইসলামীকে সমর্থন

মুরশিদের দেশের বিখ্যাত খতীব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী উকাড়ভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাহজাদা মাওলানা কাওকাব নূরানী উকাড়ভী সাহেবকে আদেশ দিলেন: তাদেরকে একটি সমর্থন সূচক লিখা দিয়ে দাও, তিনি লিখা দিলেন, যাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বাক্ষর করলেন, এই লেখায় আমাকে ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সমর্থন করা হয়েছিলো এবং এটাও লেখা হয়েছিলো: **"দা'ওয়াতে ইসলামী** আহলে সুন্নাতেরই, সবাই একে সহায়তা করুন।" এভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইজতিমা জামে মসজিদ গুলযারে হাবীবে শুরু হয়ে গেলো আর এটাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রথম মারকায হিসাবে গণ্য হলো। অতঃপর **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রসার হতে

www.dawateislami.net

লাগলো আর ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো, অতএব জামে মসজিদ গুলযারে হাবীব ইজতিমার জন্য ছোট হতে লাগলো তখন (পুরোনো সবজী মন্ডি, ইউনিভার্সিটি রোড) জায়গা কেনার ব্যবস্থা হলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা নির্মাণ করা হলো।[১] আর এই পর্যন্ত পৃথিবীতে ৭৮৬টিরও বেশি ফয়যানে মদীনা নির্মাণ করা হয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর উন্নতি ও আমীরে আহলে সুন্নাতের অভিপ্রায়

এগুলোতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, এগুলো সবই আমার মহান প্রতিপালক **আল্লাহ পাকের** দয়া, তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি, আমার গাউসে পাকের رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ সদকা এবং আমার আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর ফয়যান। যারা এরূপ বলে যে, এগুলো আমার প্রচেষ্টার ফল, তবে তাদের এটা চিন্তা করা করা উচিৎ যে, ছাগল "মে মে" করতে থাকে আর ছুরির নিচে

১..আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, পুরোনো সবজি মন্ডি, ইউনিভার্সিটি রোড, বাবুল মদীনায় ১৯৯১ সালে নির্মিত হয়েছে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

এসে যায়! অতএব "মে" তথা আমি আমি একেবারেই করা উচিৎ নয় বরং সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র রহমতের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ যে, এগুলো সবই **তাঁরই** অনুগ্রহ ও **তাঁরই** দয়ায় হয়েছে, এগুলো **তাঁরই** দান যে, আমরা একটি সুন্দর কাজের ফর্মুলা পেয়ে গেছি, অন্যথায় মানুষ ফ্লিম ইন্ড্রাষ্ট্রিতে উন্নতি করে, কেউ খেলাধুলার মাঠে উন্নতি করে, কিন্তু **আল্লাহ পাকে**র দয়া যে, **তিনি** আমাদেরকে **তাঁর** দ্বীনের খেদমতের জন্য সুযোগ দিয়েছেন, ব্যস এসব যেনো কবুল হয়ে যায়।

দা'ওয়াতে ইসলামী যখন থেকেই শুরু হয়েছে উন্নতির সোপানেই আরোহন করছে!

প্রশ্নঃ আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শুরু সেপ্টেম্বর **১৯৮১** সালে বাবুল মদীনায় করেছেন, যেহেতু বাবুল মদীনা অনেক বড় শহর, এখানে হাজারো সংগঠন কাজ করছে, আপনার কি তখন আশা ছিলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে **আল্লাহ পাক** এত সমৃদ্ধি দান করবেন যে, এই সংগঠন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে?

উত্তরঃ যখন হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সামলানোর জন্য বলেছেন

www.dawateislami.net

তখন আমি এই কথাই চিন্তা করে নিষেধ করে দিয়েছিলাম যে, এতগুলো সমস্যার মধ্যে আমি কিভাবে কাজ করবো? তখন আমার বন্ধু বলতে লাগলো: "ইলইয়াস আমাদের তো এমনিতেই কাজ করতে হবে, সুযোগ ভাল, প্রস্তাব গ্রহণ করে নাও, যদি কাজ করতে না পারি এবং সফল না হই তবে কে এসেই জিজ্ঞাসা করবে যে, কেন কাজ হয়নি?" আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে নিলাম আর **আল্লাহ পাকের** নাম নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা আশ্চর্যজনক সফলতা পেলাম, আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে, আমার মতো মানুষ এত সম্মান পাবো এবং সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হয়ে যাবো "مَنْ آنَمْ كه مَنْ دَانَم অর্থাৎ আমি জানি যে, আমি কি।" **আল্লাহ পাকে**র দয়া যে, আমি কদম বাড়ালাম আর রাস্তা তৈরী হতে লাগলো। আমি এটা বলতে পারি যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য যেই পদক্ষেপই গ্রহণ করেছি, **দা'ওয়াতে ইসলামী** সামনেই অগ্রসর হয়েছে, এক সেকেন্ডের জন্যও পিছনে আসেনি, একের পর এক হীরা পেতে লাগলাম, আমি তো জানতামও না যে, সুন্নীদের নিকট বড় বড় লোক রয়েছে এবং কিরূপ কাজের লোক রয়েছে কিন্তু যখন কাজ শুরু করলাম তখন দয়া হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

সংগঠনের গাড়ি সমস্যার চাকার উপরই চলে!

কেউ এটা ভাববে না যে, "আমার এলাকা বা শহরে কাজ কিভাবে হবে, এখানে বিরোধীতাকারী লোক রয়েছে।" একনিষ্টতার সহিত কাজ করুন اِنْ شَآءَ الله গন্তব্য নিজেই অগ্রসর হয়ে (আপনার সাথে) আলিঙ্গন করবে। যদি কুমন্ত্রণার বশবর্তি হয়ে বসে যান তবে বসেই থাকবেন। আমিও এমন লোক পেয়েছি, যারা আমাকে নিরুৎসাহিত করেছে, এমনকি একজন মেমন তার ভাষায় আমাকে বলেছেঃ "হান্ডে ইলইয়াস! তু দুডিউ আই তো কম করে করে" (অর্থাৎ হে ইলইয়াস! তুমি বের তো হয়ে গেছো, কিন্তু এটা তোমার কাজ নয়!) অতঃপর একটি সময় এলো যে, সেই লোকই আমার হাত চুম্বন করতো! যদি আমি তার কথায় মন ভেঙ্গে বসে যেতাম, তবে সম্ভবত সব তছনছ হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে অনেকে বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করেছে, বিরোধীতা করেছে কিন্তু **আল্লাহ পাক** প্রেরণা ও সাহস দান করেছেন এবং সেই সময়ও অতিবাহিত হয়ে গেছে, অনেকে আজও বিরোধীতা করে, তাদের কথায় কষ্ট পেয়ে বসে গেলে কাজ কিভাবে হবে? মনে রাখবেন! সংগঠনের গাড়ি সমস্যার চাকার উপরই চলে, যত কাজ বাড়বে তত সমস্যাও বৃদ্ধি পাবে কিন্তু এতে ভীত হওয়া

www.dawateislami.net

যাবেনা, যেই শহরে বা এলাকায় বেশি সমস্যা হয়ে থাকে, তখন অনুমান হয়ে যায় যে, সেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ বেশি, তাইতো সমস্যা হচ্ছে! স্বভাবতই গাড়ি রাস্তায় এলেই তো দাগ লাগবে, এমন তো হয় না যে, গাড়ি গ্যারেজে দাঁড়ানো আছে আর এতে দাগ লেগে গেলো।

বাল্যকাল থেকেই সুন্নাতের উপর আমল করার আগ্রহ

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন যে, কাজ করতে গিয়ে মন ভাঙ্গা উচিৎ নয়, এই কথাটি যদিও সবাই জানে, কিন্তু যখন এমন কিছু হয়ে যায় তখন সহ্য করতে পারে না, মানুষের বিরোধীতার সম্মুখীন হওয়ার সাহস থাকে না আর দু'চারটি আঘাত লাগলেই ক্লান্ত হয়ে বসে যায়, এব্যাপারে কিছু বলুন।

(নিগরানে শূরার প্রশ্ন)

উত্তরঃ আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পূর্বেও আমলের প্রতি অনেক আকর্ষণ ছিলো, আমি আমার পাজামা টাখনু গিরার উপরেই রাখতাম, সেই সময়ে সম্ভবত কেউই এমন করতো না, মানুষের জন্য এটা আশ্চর্যের বিষয় ছিলো, আজও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনেক মুবাল্লিগও টাখনু গিরার নিচে পাজামা পরিধান করে থাকে, এই বেচারা সমাজের সামনে

www.dawateislami.net

হার মেনে গেছে, তারা কাজ তো করে কিন্তু সমাজকে ভয় করে, এরূপ হওয়া উচিৎ নয়। আমার বাল্যকাল বা যৌবনের কথা, আমাকে কেউ বললো: "ইলইয়াস! সমাজের পেছনে পেছনে চলা উচিৎ, তুমি কেন সমাজ থেকে আলাদা চলো, এসব কেন করো?" তখন আমি তাকে বললাম: "পুরুষ সে নয়, যে সমাজের পেছনে পেছনে চলে, পুরুষ তো হলো সেই, যার পেছনে পেছনে সমাজ চলে! এটা কি কোন কথা হলো যে, সমাজে যা-ই উল্টাপাল্টা হালাল হারাম চলছে আমিও তার পেছনে পেছনে চলা শুরু করে দিবো? আমি এই সমাজের পেছনে চলতে পারবো না।" আমার কথার সম্মান বজায় রয়েছে এবং আমি সমাজের পেছনে চলা থেকে নিরাপদ রইলাম আর এখন সমাজ আমার পেছনে হয়ে গেলো অর্থাৎ অনেক বড় একটি অংশ রয়েছে, যারা আমার পেছনে রয়েছে, যাইহোক সাহস হারানো উচিৎ নয়। উঠে দাঁড়িয়ে কোমর বাঁধো, ভয় পাও কেন, অতঃপর দেখো **আল্লাহ পাক** কি করেন!

থকা মান্দা হে ওহ জু পাওঁ আপনে তোড় কর বেয়টা
ওহি পৌঁহচা হুয়া ঠেহরা জু পৌঁহছনা কোয়ে জানা মে

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর বার্ষিক ইজতিমা শুরু কিভাবে হলো?

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর বার্ষিক ইজতিমা হতো, সর্বপ্রথম এর খেয়াল কার এসেছিলো?

উত্তরঃ যখন কাজ শুরু হলো তখন নতুন নতুন ইসলামী ভাই আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হলো আর পুরোনো ইসলামী ভাইয়েরা আরো সক্রিয় হয়ে গেলো তখন আমাদের ভাবনা এলো যে, বার্ষিক ইজতিমাও হওয়া উচিৎ! এভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্ষিক ইজতিমা শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম বার্ষিক ইজতিমা কাকড়ী গ্রাউন্ডে (বাবুল মদীনার একটি এলাকা) হয়েছিলো।[১] যতদিন **আল্লাহ পাক** চেয়েছিলেন এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো, তবে স্থান পরিবর্তন হতে থাকে, যেমন; প্রথমে কাকড়ী গ্রাউন্ডে হতো অতঃপর বাবুল মদীনার কৌরঙ্গী এলাকায় স্থানান্তরিত হয়ে গেলো এরপর পাঞ্জাবের শহর মুলতান শরীফে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো, এভাবে তা আমাদের বার্ষিক ইজতিমার মারকায হিসাবে গণ্য হলো।

১..এই ইজতিমা ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ১৯৮২ সালে হয়েছিলো।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

বার্ষিক ইজতিমা বাবুল মদীনা থেকে পাঞ্জাবের শহর মুলতানে স্থানান্তরিত করার এটাই কারণ ছিলো যে, ইজতিমায় সারা দুনিয়া থেকে আশিকানে রাসূল আগমন করতো, তাছাড়া মুর্শিদের দেশের দূর দূরান্তের এলাকা থেকেও অসংখ্য লোক অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হতো এবং মুলতান শরীফ পুরো দেশের প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত, এভাবে ইজতিমায় অংশগ্রহণের জন্য আগতদের মুলতান পর্যন্ত আসা সহজ ছিলো।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার শুরু কিভাবে হলো?

প্রশ্ন: দা'ওয়াতে ইসলামীর উন্নতিতে মাদানী কাফেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এই কার্যক্রমটি কখন শুরু হয়?

উত্তর: বর্তমানে যেই মাদানী কাফেলা সফর করে, তা তো কয়েক বছর পূর্বে শুরু হয়েছে, এর পূর্বে একটি সিস্টেম ছিলো, যাতে আমরা "ওয়াফদ" বলতাম। একবার কেউ আমাকে বললো: "আমরা আপনাকে হায়দারাবাদের দাওরা করাবো।" যেহেতু সংবাদ পত্রে আসতো যে, "অমুক ব্যক্তি অমুক দেশের দাওরা করেছে।" আমি ভাবতে লাগলাম যে,

www.dawateislami.net

দাওরা আর আমি! (অর্থাৎ আমার মনে ছিলো যে, দাওরা করা অনেক বড় একটি বিষয়) অতঃপর সেই সময়ও আসলো যে, আমি হায়দারাবাদের দাওরাও করলাম। যাইহোক আমি ওয়াফদ হিসাবে দেশের বিভিন্ন শহরে দাওরা করলাম এবং এই ধারাবাহিকতা মুর্শিদের শহর থেকে চলতে চলতে সিন্ধ, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং খায়বার পাকতুন খা পর্যন্ত পৌঁছলো, এভাবে এই ওয়াফদ দেশের সকল প্রদেশের দাওরা করালো। আমাদের ওয়াফদ সর্বপ্রথম খুসকী জিলা বদীন (সিন্ধ) এর দাওরা করে, সেখানে আমাদের অনেক বড় ওয়াফদ পৌঁছেছিলো। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো, অতঃপর আমরা রীতিমতো চার চার দিনের কাফেলা শুরু করে দিলাম কিন্তু এই ধারাবাহিকতা কিছুদনিই চলেছিলো এবং সফল হলো না তো আমরা এই কাফেলাকে তিনদিন করে দিলাম, এতে সুবিধা হলো এবং এই কৌশল সফল হলো, যার ফলে মানুষের সংখ্যার পাশাপাশি দ্বীনি কাজও বৃদ্ধি পেলো।

যেহেতু মাদানী কাফেলায় ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এজন্য অনেকে সময় থাকার পরও অলসতার কারণে সফর করতো না যে, ঘরে যেই প্রশান্তি রয়েছে তা সফরে কোথায় হবে! অতঃপর রাতদিন মসজিদে থাকতে হবে, বিদ্যুতের

www.dawateislami.net

সমস্যা থাকবে, ঘরে AC ছাড়া ঘুম আসে না মসজিদে তো ফ্যানও কষ্ট দিবে, যদি কোন গ্রাম গঞ্জে কাফেলা চলে যায় তবে তো সমস্যা আরো বেড়ে যাবে যে, সেখানে ফ্যানও তো ভাল থাকবে না, গরমও বেশি হবে আর মশাও কদমবুচির জন্য উপস্থিত হয়ে যাবে! যারা নিজেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা বলে তাদের মধ্যেও বড় একটি অংশ রয়েছে, যারা মাদানী কাফেলায় সফর করে না। সাধারণত মাদানী কাফেলায় গরীবরাই সফর করে থাকে, অথচ আরাম আয়েশে অভ্যস্ত লোকদেরও সফর করা উচিৎ যে, তাদের জন্য বেশি কষ্ট হলে তো সাওয়াবও বেশি হবে। মনে রাখবেন! মাদানী কাফেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এরই কারণে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সারা পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছে। এমন নয় যে, মাদানী চ্যানেলের কারণে **দা'ওয়াতে ইসলামী** উন্নতি করেছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেলের অনেক আগেই পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে নিয়েছিলো এবং পৃথিবীর অনেক দেশে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ হচ্ছিলো অতঃপর আমাদের মাদানী চ্যানেলও নসীব হয়ে গেলো, মাদানী চ্যানেলের কারণে **দা'ওয়াতে ইসলামী** নয় বরং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কারণেই মাদানী চ্যানেল পেয়েছি।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীতে "মদীনা" ও "ফয়যান" শব্দ দু'টি কিভাবে প্রচলন হলো?

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে দু'টি শব্দ ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি হলো "**মদীনা**" আর দ্বিতীয়টি হলো "**ফয়যান**", এটা বলুন যে, এই দু'টি শব্দ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে কিভাবে প্রচলন হলো, তাছাড়া এর এত বেশি গুরুত্বের কারণ কি?

উত্তরঃ মদীনা তো সুন্নিদের হৃদয়েই রয়েছে! মদীনার আলোচনা আমাদের অন্তরের খোরাক, মদীনা দেখি নাই তো কিছুই দেখি নাই। মদীনার আলোচনা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পূর্বেও হতো আর اِنْ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে, তবে "**ফয়যান**" শব্দটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**তেই প্রচলিত হয়েছে। "**ফয়যান**" ফয়েয থেকে এসেছে আর "**ফয়েয**" হলো সাধারণ একটি শব্দ। আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বাবুল মদীনায় নির্মিত সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযের নাম "**ফয়যানে মদীনা**" রাখলাম, অতঃপর মসজিদে দরসের জন্য কিতাব সংকলন করার সৌভাগ্য অর্জন হলো, তখন এর নাম "**ফয়যানে সুন্নাত**" রাখলাম।

www.dawateislami.net

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্লোগান লাগানো হলো **"ফয়যে রযা"** এটা বিশুদ্ধ শ্লোগান ছিলো কিন্তু সুন্নিদের সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সৃষ্টি হলো তখন এর দ্বীনি পরিবেশে এই শ্লোগান এভাবে লাগানো হচ্ছিলো **"ফয়যানে রযা"** বরং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين এবং আউলিয়ায়ে কিরামের জন্যও এই শ্লোগান প্রসার হয়ে গেলো এবং এভাবে বলা হচ্ছিলো: **"ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত"**, **"ফয়যানে আউলিয়া"** এভাইে **"ফয়যান"** শব্দটি পরিচিতি লাভ করলো, এখন এই শব্দটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কারণে এতই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খুদ্দামুল মাসাজিদ বিভাগের অধিনে যে সকল মসজিদ নির্মিত হয় সাধারণত সেগুলোর পরিচয় এই শব্দ দ্বারাই হয়ে থাকে অর্থাৎ মসজিদের নামের শুরুতে **"ফয়যান"** শব্দটি লাগানো হয়ে থাকে। কোন মসজিদের নাম **"ফয়যানে ইমাম হোসাইন"** হলে তবে প্রত্যক্ষদর্শী বুঝে যায় যে, এই মসজিদ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের বা এর নির্মাণে কোন না কোনভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী** অবশ্যই সম্পৃক্ত আর যখন এমনই তখন এই বিষয়টিও ভালভাবে জানা হয়ে যায় যে, এই মসজিদ

www.dawateislami.net

সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতে এজামদের رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ মান্যকারীদের।

পূর্বে আপনি টিভিতে আসতেন না, এখন কেন আসেন?

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামী পূর্বে অনেক কাজ করতো না কিন্তু সেই কাজ ধীরে ধীরে শুরু করা হচ্ছে, যেমন; ভিডিও করা, টিভিতে আসা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালফেয়ারের কাজ ইত্যাদি, আপনার কি মনে হয় না যে, প্রয়োজন হলে **দা'ওয়াতে ইসলামী** রাজনীতিতেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে বা কমপক্ষে কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের ঘোষণাই করে দেয়া হবে?

উত্তরঃ টিভি ও ভিডিতে আসার মানিসকতা আসলেই আমার ছিলো না, অতঃপর আমি ওলামায়ে কিরামের ফতোয়া ইত্যাদি দেখলাম, কিছু ওলামায়ে কিরাম এখনো ভিডিওকে জায়িয মনে করে না, তাঁদের দলীলের ভিত্তিতে তাঁরা তাদের স্থানে সঠিক, তবে ওলামায়ে কিরামের অধিকাংশরই দলীলের ভিত্তিতে ভিডিও দেখা ও ভিডিও তৈরী করাকে জায়িয ঘোষণা করে দিয়েছে, আমরা ঐসকল মনিষীদের কথার উপর আমল করছি। হ্যাঁ, ডিজিটাল ফটো ও ক্যামরার ফটোতে পার্থক্য

www.dawateislami.net

রয়েছে। যাইহোক আমরা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে যে কাজ করছি, তা সবার সামনে, এর বরকতে অনেকে দ্বীনের নিকটবর্তী হয়েছে, অমুসলিম মুসলমান হয়েছে, বেনামাযী নামাযী হয়ে গেছে, এভাবে দ্বীনের অনেক উপকার হয়েছে।

জনসাধারণের অধিকাংশই হলো অরাজনৈতিক মানসিকতা সম্পন্ন!

রইলো (বর্তমান) রাজনীতি, আর তা আমি ৭০ বছরের বেশি জীবনে দেখে আসছি, শুরুর দিকে রাজনীতিও এরূপ ছিলো, যেমনটি এখন আছে, কিন্তু বর্তমান রাজনীতিতে মন্দদিক বেশি, প্রথমে লাঠি চলতো অতঃপর পাথর মারতো এরপর গুলি করা শুরু হয়ে গেছে আর এখন বোমা বিষ্ফোরন করা হচ্ছে! বর্তমান রাজনীতি অনেক ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে, এই কারণেই দেশের অধিকাংশ লোক অরাজনৈতিক মানসিকতা সম্পন্ন। এর অনুমান ভোট দ্বারা করে নিন যে, কত লোক রয়েছে যারা নিজেদের ভোট দিতে আসে? প্রথমত একটি অংশ ভোটারও হয়নি, অতঃপর যারা ভোটার হয়েছে তদের মধ্যে কতজন ভোট দিতে আসে? বাস্তবতা হলো, লোকেরা নিজের ভোটও দিতে যায় না, এ থেকে জানা গেলো, দেশের অধিকাংশ জনগনই হলো, অরাজনৈতিক মন-মানসিকতা সম্পন্ন।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কখনো রাজনীতিতে আসতে পারে?

যদি রাজনীতিতে পবিত্রতার কোন টেউ এসে গেলো আর খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগের রাজনীতি শুরু হয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَ الله সর্বপ্রথম রাজনীতিবিদ **"ইলইয়াস কাদেরী"** হবে। মনে রাখবেন! রাজনীতি স্বয়ং খারাপ নয়, কিন্তু বর্তমান রাজনীতিতে অসংখ্য গুনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং গুনাহ ব্যতীত রাজনীতি করা কঠিন হয়ে গেছে, অতএব **দা'ওয়াতে ইসলামী** (বর্তমান) রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আমি অনেকদিন পূর্বেই মারকাযি মজলিশে শূরাকে লিখে দিয়েছি যে, "তোমার যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে তছনছ করা বা শেষ করে দিতে চাও, তবে এর জন্য ঘোষণা করবে না যে, আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী** শেষ করে দিচ্ছি বরং এটা ঘোষণা করে দিবে যে, আমরা (বর্তমান) রাজনীতিতে আসছি! **দা'ওয়াতে ইসলামী** নিজেই শেষ হয়ে যাবে।" আমার জীবদ্দশায় ভাল রাজনীতির কোন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে এই আশা খুবই কম, এখন তো মনে হচ্ছে যে, ভাল রাজনীতি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মাহদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর যুগেই

www.dawateislami.net

আসবে, কেননা তিনি হলেন খলিফায়ে রাশিদ।[১] যাইহোক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এটাই নীতিমালা যে, এটি কখনোই (বর্তমান) রাজনীতিতে আসবে না।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কি কেক কাটা যাবে?

প্রশ্নঃ আমরা কি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর খুশিতে কেক কাটতে পারবো?

উত্তরঃ আমি কেক কাটতে নিষেধ করছি, যেন কেকের প্রচলন হয়ে না যায়। অনেকে জশনে বিলাদতে **মুস্তফা**র খুশিতে কেক কাটে এবং কেকের উপর লিখা থাকে **"ঈদে মিলাদুন্নবী"** কখনো নালে পাক বানানো থাকে বা এরূপ সম্মানিত বাক্য লিখা থাকে আর তা লোকেরা ছুরি হাতে নিয়ে কাটে! তাদেরকে কেইবা বুদ্ধিমান বাআদব বলবে? এছাড়াও যদি কারো জন্মদিন হয় তারাও কেক কাটার ব্যবস্থা করে, তালি বাজায়, মিউজিক চলে, নারী, পুরুষের মেলামেশার ব্যবস্থা থাকে, এর পাশাপাশি বেলুন ফাটানো

১. মুস্তাদরিক লিল হাকিম, কিতাবুল ফিতন ওয়াল মালাহিম, ৫/৭৬৬-৭৬৭, হাদীস ৮৭০২। বাহারে শরীয়াত, ১/২৫৭, ১ম অংশ।

www.dawateislami.net

হয়, স্পষ্টতই বেলুন ফ্রিতে আসে না, টাকা দিয়ে বেলুন কিনে তা ফাটানো হয় এবং এভাবে টাকা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমার পরামর্শ হলো যে, কেক কাটার প্রয়োজন নেই, যাতে কেকের অংশবিশেষ নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচা যায় এবং এরূপ কাজ না হয়।

জন্মদিন কিভাবে উদযাপন করবে?

জন্মদিন পালন করুন কিন্তু পালন বিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যেমন; কোরআন তিলাওয়াত করা, নাত শরীফ পাঠ করা, কল্যাণের দোয়া করা, যদি খাবার খাওয়াতে হয় তবে লঙ্গর খাওয়ানো, গাউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর তাবাররুক খাইয়ে দিন। যদি নিয়াযের নিয়্যত নাও থাকে তবুও সমস্যা নাই যে, মুসলমানকে খাবার খাওয়ানোও সাওয়াবের কাজ, যদি ভাল নিয়্যত থাকে তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে। এর বিপরীতে বেলুন ফাটানো বা কেক কাটাতে না শিশুর বয়স বৃদ্ধির কোন নিদর্শন রয়েছে আর না এতে শিশু নেককার হবে। মনে রাখবেন! আমি কেক কাটা বা খাওয়া নাজায়িয বলিনি, কেক কাটা ও খাওয়া জায়িয।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত সন্তানদের জন্মদিন কিভাবে উদযাপন করেন?

আমি সন্তানদের জন্মদিনে কোরআন তিলাওয়াত ও নাত পরিবেশনের ব্যবস্থা করি, সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালারাও এরূপ করবে এটা জরুরী নয়, যারা আমাকে ভালবাসে তারা জন্মদিন এভাবে পালন করবে হয়তো, যেভাবে আমি পালন করি। কিন্তু **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা অনেক ইসলামী ভাই এমন রয়েছে, যাদের পরিবারে তাদের কথা চলে না, তাদের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়, বাইরে তো বান্দা যেভাবেই হোক চলছে কিন্তু ঘরে অন্য কারো কথা চলছে, যখন এরূপ হবে তখন স্বভাবতই কেকও কাটবে, বেলুনও ফাটাবে। যদি ঘরের ইসলামী বোনের মানসিকতা হয়ে যায় তবে اِنْ شَآءَالله এসব কিছু আটকানো যাবে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিশে শূরা কেন গঠন করা হলো?

প্রশ্নঃ আপনার "মারকাযি মজলিশে শূরা" গঠন করার চিন্তা কখন ও কিভাবে এলো?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ প্রথমে অনেকদিন পর্যন্ত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাজ মারকাযি মজলিশে শূরা ছাড়াই চলে আসছিলো, ইসলামী ভাইয়েরা মিলেমিশে কাজ করতো, যখন ইসলামী ভাইদের বয়স বাড়তে লাগলো ও কাজ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে শুরু করলো তখন চিন্তা এলো আমাদের পর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কি হবে? যেই সংগঠনে One man show (এক নায়কতন্ত্র) পলিসী হয়, তাতে পতনের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে, অতএব শূরা গঠন করা জরুরী হয়ে গেলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه মারকাযি মজলিশে শূরা গঠন করা হয়ে গেলো।[১]

দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকযি মজলিশে শূরার ২৬ সদস্য রয়েছে, যাদের নিকট দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন যিম্মাদারী রয়েছে। তাছাড়া রুকনে শূরা বৃদ্ধির সুযোগও রয়েছে, কেননা তারাও বৃদ্ধ হচ্ছে এবং বার্ধক্যে রোগ বালাইও এসে যায়, অতঃপর জীবন ও মরণ সম্পর্কে তো কেউ জানেনা, যদিও যুবকদের ব্যাপারেও বলা যায় না যে,

---

১..**দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযি মজলিশে শূরা ২০ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো, যাতে সদস্য সংখ্যা ছিলো ১০ জন এবং তাদের নিগরান ছিলেন ক্বারী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

কতক্ষণ জীবিত থাকবে? কিন্তু বৃদ্ধদের মৃত্যুর ভয় বেশি থাকে, তাছাড়া বার্ধক্যে এমন এমন রোগ এসে যায় যে, মেধা পূর্বের ন্যায় কাজ করে না, বিভিন্ন অঙ্গও দূর্বল হয়ে যায় এবং বেশি নড়াচড়া করতে পারেনা। যাইহোক শূরার সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে اِنْ شَآءَالله এতে বৃদ্ধি হবে।

মাদানী মুযাকারার ধারাবাহিকতা কবে থেকে শুরু হয়?

প্রশ্নঃ মাদানী মুযাকারা কবে থেকে শুরু হয় ও আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চিন্তা কিভাবে এলো?

(হাজী হাসান আত্তারীর প্রশ্ন)

উত্তরঃ আমার শুরু থেকেই শরয়ী মাসআলার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিলো, এই আগ্রহের কারণেই আমার মুফতীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মদ ওয়াকারুদ্দীন কাদেরী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আসা যাওয়া লেগেই থাকতো, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পূর্বে বাহারে শরীয়াতের দরসও দিতাম এবং লোকেরা যে প্রশ্ন করতো তার উত্তর দিতাম। এভাবেই এই ধারাবাহিকতা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পূর্ব থেকেই চলে আসছে অতঃপর যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** সৃষ্টি হলো এতে এই ধারাবাহিকতাও চালু হয়ে গেলো, তবে প্রথমে এর কোন নাম

www.dawateislami.net

ছিলো না, **"মাদানী মুযাকারা"** নাম অনেক পরে দেয়া হয়েছে। **আল্লাহ পাক** একে কবুল করুক এবং আমাকে ভূল করা থেকে নিরাপদ রাখুক, আমার যথা সম্ভব চেষ্টা থাকে যে, আমি যেনো এই অনুষ্ঠানটি ওলামায়ে কিরামের উপস্থিতিতে করি, যাতে ভূল হলে তা সংশোধন করা যায়।

মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা কিভাবে আসলো?

প্রশ্নঃ যেহেতু **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠন, তাই এটা বলুন যে, যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুরু হলো তখন কি আপনার মনে ছিলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদরাসা ও জামেয়াও প্রতিষ্ঠা করবে?

উত্তরঃ যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুরু হয়েছিলো তখন মাদরাসা ও জামেয়ার কল্পনাও ছিলোনা, কিন্তু যখন কাজ বৃদ্ধি পেলো এবং ইসলামী ভাই জড়ো হতে শুরু করলো, তখন আমরা ভাবলাম নতুন আগত ইসলামী ভাইদেরকে কোরআনে পাকের শিক্ষাও দেয়া উচিৎ, কেননা এটা ঠিক নয় যে, ইসলামী ভাইয়েরা শুধু দাঁড়ি ও পাগড়ী সাজিয়ে নিলো আর

www.dawateislami.net

কোরআন পড়তে পারছে না! অথচ কোরআনে পাক বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা একটি জরুরী বিষয়, অতএব আমরা এর জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা শুরু করলাম। অতঃপর **আল্লাহ পাক** সুযোগ সৃষ্টি করলেন তখন (শিশুদের জন্য) মাদরাসাতুল মদীনাও শুরু হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদরাসাতুল মদীনা থেকে হাজারো নয় বরং লাখো ছেলে ও মেয়ে শিশু কোরআনের হিফয ও নাজেরা পাঠ করে নিয়েছে।[১] তাছাড়া হাজারো সৌভাগ্যবান জামেয়াতুল মদীনা থেকে দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিম কোর্স সম্পন্ন করে নিয়েছে।[২]

দা'ওয়াতে ইসলামী কোটি কোটি মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী!

প্রশ্নঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন সম্পৃক্ত, তারা সবাই দুই ঘন্টা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজের জন্য দেয় না, যদি এই নিয়্যত করে

১..এই পর্যন্ত হিফয ও নাজেরা সম্পন্নকারী ছেলে ও মেয়ে শিশুদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

২..এই পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনি দরসে নিজামী সম্পন্ন করেছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

নেয় যে اِنْ شَآءَ الله প্রতিদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজের জন্য দুই ঘন্টা দিবো তবে এতে কি উপকারীতা অর্জিত হবে, বলে দিন। (নিগরানে শূরার প্রশ্ন)

উত্তরঃ যদি সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন প্রতিদিন দুই ঘন্টা **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে দেয়, তবুও কম! ইহসানকারী (উপকার সাধনকারীর) যতই কৃতজ্ঞতা আদায় করা হোক না কেন তা কমই হয়, **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাজারো নয় বরং লাখো কোটির ইহসানকারী। এমন অনেক লোক রয়েছে যারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কারণে বিশুদ্ধ মসলক সম্পর্কে জানতে পেরেছে, নিজের মাযহাব সম্পর্কে সঠিক তথ্যাবলী অর্জন করেছে, বেনামাযী নামায পড়ছে, দাঁড়ি মুন্ডনকারী দাঁড়ি রেখে দিয়েছে, খালি মাথায় ঘুরাফেরাকারী পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিয়েছে, বদমাশরা বিনয়ী হয়ে গেছে এবং জুমার নামায পর্যন্ত যারা পড়তো না তারা মসজিদের ইমাম হয়ে গেছে। বর্তমানে সমাজে যত পাগড়ী ওয়ালা দেখা যাচ্ছে, যদিও তারা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে, তাদের অধিকাংশরেই উপর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দয়া রয়েছে, পাগড়ীর মানসিকতা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো, বয়োবৃদ্ধ এবং বুযুর্গ লোকেরা মাথায় কাপড় জড়িয়ে নিতো বা

www.dawateislami.net

কিছু কিছু মাশায়িকে এজাম এবং প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কিরাম পাগড়ী শরীফ পরিধান করতো, তাঁরা ব্যতীত কোন সাধারণ আলিমে দ্বীন বা সাধারণ ব্যক্তি যদি পাগড়ী পরিধান করতো তবে তা ছিলো বিরল, কিন্তু এখন রড় একটি অংশ রয়েছে, যারা পাগড়ী শরীফ পরিধান করছে।

দা'ওয়াতে ইসলামী বাবরী চুলের সুন্নাত আদায় করার মানসিকতা দিয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه অসংখ্য ইসলামী ভাই এই সুন্নাত আদায় করছে, সমাজে দাঁড়ি রাখার প্রচলন ছিলোনা, এমনকি যখন থেকেই আমার দাঁড়ি গজিয়েছে তখন অনেক মূর্খ আমাকে বিভিন্ন ধরনের কথা বলে বলে ভয় দেখাতো, যেমন; "তুমি দাঁড়ি রাখলে এমন হয়ে যাবে! যদি তুমি দাঁড়ি রেখে মুন্ডন করো তবে তোমার সাথে কিছু হয়ে যাবে, অমুক দাঁড়ি রেখে মুন্ডন করে দিয়েছিলো তখন তার এরূপ কষ্ট হয়েছিলো।" কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি অটল ছিলাম, কারো কথায় কান দেইনি এবং দাঁড়ি রেখে দিলাম, তাছাড়া আমি বাবরী চুলও **দা'ওয়াতে ইসলামী** শুরু হওয়ার আগে থেকেই রেখেছিলাম, এমন নয় যে, আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কারণেই বাবরী চুল রেখেছি, আমার শুরু থেকে উৎসাহ ছিলো যে, এসব কিছু করবো। আমাকে দেখে আমার অনেক

www.dawateislami.net

বন্ধুরাও বাবরী চুল ও দাঁড়ি রেখেছিলো, তবে বাবরী চুল ও দাঁড়ি রাখার সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পূর্বে থেকেই শুরু হয়েছিলো। মনে রাখবেন! আমি এটা বলছি না যে, মানুষকে দাঁড়ি শুধু আমিই রাখিয়েছি, দাঁড়ি তো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের পূর্বেও হাজারো লাখো মানুষ রেখেছিলো, কিন্তু আমার কথার উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের আশেপাশের লোকদের মাঝে দাঁড়ির সুন্নাত খুবই কম ছিলো, আপনারা চাইলে বৃদ্ধ লোকদের কাছে সত্যতা যাচাই করে নিন, তারা বলবেন: ইলইয়াস সত্য বলছে। হতে পারে এই কথাটি নতুন প্রজন্মের বুঝে আসবে না যে, তারা চোখ খুলতেই পিতাকে দাঁড়ি রাখা অবস্থায় দেখেছে আর তার দেখাদেখি নিজেও দাঁড়ি রেখে দিয়েছে, কিন্তু ভাবুন তো, তার পিতাকে দাঁড়ি কে রাখিয়েছে? কোথাও না কোথাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ফয়যান দৃষ্টি গোছর হবেই।

আল্লাহ পাকের দয়া যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** মানুষকে পরিবর্তন করেছে, তাদের তো এই চেতনাই ছিলো যে, **"শরীয়াত"** কি, কিন্তু আজ তারা ও তাদের বংশের অনেকেই কয়েকবার হজ্ব ও ওমরা করে নিয়েছে, অন্যথায় যুবক সম্প্রদায় হজ্ব করতো না, শুধুমাত্র বৃদ্ধরাই হজ্বে যেতো, এখন

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের দয়ায় দেশের অসংখ্য যুবক হজ্ব করতে দেখা যাচ্ছে। মনে রাখবেন! আমি এটা বলছি না যে, হজ্বের চেতনাও **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিয়েছে বরং আমার উদ্দেশ্য হলো যে, একটি বড় অংশ যাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই হজ্ব করার মানসিকতা তৈরী হয়েছে, এরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় "মদীনা মদীনা" করে, বছরে দুই তিনবার মদীনায় পৌঁছে যায়। যাইহোক, **দা'ওয়াতে ইসলামী** অনেক কিছু দিয়েছে, নামাযি বানিয়েছে, আশিকে রাসূল বানিয়েছে, ইশকে রাসূলের সূধা পান করিয়েছে, এতগুলো অমূল্য দয়ার পরও কেউ যদি বলে যে, আমি সাপ্তাহিক ইজতিমায় যাবো না, মাদানী কাফেলায় সফর করবো না, নেক আমল[১] পুস্তিকা খুলেও দেখবো না, বাবরী

১..শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সহজে নেকী করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়াত ও তরীকতের সমন্বিত সমষ্টি "**নেক আমল**" প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ইলমে দ্বীনের ছাত্রদের জন্য ৯২টি, ইলমে দ্বীনের ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, ছোট্ট ছেলে ও মেয়েদের জন্য ৪০টি এবং স্পেশাল পারসনদের (অর্থাৎ বোবা, বধির ও অন্ধদের) জন্য ২৭টি নেক আমল রয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থী নেক আমল অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন **"আমলের পর্যবেক্ষণ"** অর্থাৎ নিজ আমলকে পর্যবেক্ষণ

www.dawateislami.net

চুল রাখবো না, পাগড়ী পরিধান করবো না বা নেক আমলের উপর আমল করবো না ইত্যাদি তবে কি তা সঠিক হবে? অথচ কারোরই এরূপ কথা বলা উচিৎ নয়।

আমাদের ইসলামী ভাইয়েরা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে, নিজের মাঝে কিছু করে যাওয়ার সাহস করুন অতঃপর দেখুন কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ হয়। দ্বীনি কাজের জন্য প্রতিদিন দুই ঘন্টা দেয়ার অনুরোধ করা হয়ে থাকে, এতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিকাংশ দ্বীনি কাজ হতে পারে, যেমন; প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, সাপ্তাহিক ইজতিমা, ইসলামী ভাইদের সাথে মিলে মানুষকে নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং সুন্নাত শিখা ইত্যাদি সব কিছুই হতে পারে, ব্যস মানসিকতা তৈরীর দেরী।

☜ করে নেক আমলের পকেট সাইজ পুস্তিকায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে থাকে। এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও ঈমান হিফাযতের মানসিকতাও সৃষ্টি হয়। এই পুস্তিকাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর দেশের ইতিহাসে অতুলনীয় কর্মকান্ড

প্রশ্নঃ বাবুল মদীনায় হওয়া অতি বৃষ্টির কারণে অনেক এলাকার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়েলফেয়ার এর অধিনে মারকাযি মজলিশে শূরার রুকনগণ সেই এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও সহানূভুতি প্রকাশ করছে, এর পাশাপাশি তাদের সহায়তা করাও অব্যাহত রয়েছে, তাদের খাবার ও বিশুদ্ধ পানি প্রদান করা হচ্ছে, এছাড়াও যাই প্রয়োজন হচ্ছে সাথে সাথেই তা পূরণ করা হচ্ছে, আপনি এব্যাপারে কিছু বর্ণনা করুন।

(নিগরানে শূরার প্রশ্ন)

উত্তরঃ হাদীসে পাকে রয়েছেঃ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে উত্তম সেই, যে মানুষের উপকার করে।[১] **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের খেদমত করা, তাদের উপকার করা আসলেই উচ্চ মর্যাদার বিষয় ও অনেক বড় নেকীর কাজ। শুরুতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে এই কাজ হতো না, ধীরে ধীরে অবস্থার

১. কাশফুল খফা, হরফুল হা আল মাআজমাতি, ১/৩৪৮, হাদীস ১২৫২।

www.dawateislami.net

পরিবর্তন হলো, কাজ বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং **আল্লাহ পাকের** রহমতে আমাদের কাছে জনবল বৃদ্ধি পেলো তখন আমাদের ওয়েল ফেয়ারের কাজও শুরু হয়ে গেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই কাজটি এমনভাবে শুরু হলো যে, দেশের ইতিহাসে এর কোন উদাহরণ পাওয়া যায়না। ২০০৫ সালে যখন ভূমিকম্প এসেছিলো তখনও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অতুলনীয় খেদমত করেছিলো, যার কারণে মানুষের অন্তর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দিকে ধাবিত হয়ে গিয়েছিলো এবং বড় বড় নেতারা এর অনেক প্রশংসা করেছিলো।

(নিগরানে শূরা বলেন:) ২০০৫ সালে ভূমিকম্পের কারণে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছিলো, তখন ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে ৬০০টিরও বেশি ট্রাক গিয়েছিলো, যখন আমরা এর মূল্য হিসাব করলাম তখন তা ১৭ কোটি টাকা হয়েছিলো।

নিগরানে শূরা দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস কিভাবে উদযাপন করেছেন?

প্রশ্ন: প্রিয় নিগরানে শূরা, আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিবস কিভাবে উদযাপন করেছেন?

www.dawateislami.net

উত্তর: (নিগরানে শূরা বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিবস আমার পীর ও মুর্শিদকে মুবারকবাদ দিয়ে উদযাপন করেছি এবং **আল্লাহ পাকে**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেছি। **আল্লাহ পাক** এত বড় সংগঠন এবং এমন প্রিয় পীর ও মুর্শিদের সাথে সম্পৃক্ততা দান করেছেন, **আল্লাহ পাক** এই নেয়ামতে আরো বেশি বরকত দান করুক এবং নেয়ামতের পতন থেকে নিরাপদ রাখুন, তাছাড়া এই দ্বীনি পরিবেশে স্থায়ীত্ব ও একনিষ্ঠতা নসীব করুক।

আল্লাহ পাকের প্রিয় লোক

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি কি তোমাদের এমন লোক সম্পর্কে জানাবো না, যে নবীও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু কিয়ামতের দিন নবী ও শহীদগণ তার মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবে, সেই লোক নূরের মিম্বরে উচ্চস্থানে থাকবে? সে হলো ঐ লোক, যে **আল্লাহ পাকে**র বান্দাদেরকে **তাঁর** প্রিয় বান্দা বানিয়ে দেয় এবং পৃথিবীতে মানুষকে উপদেশ দিতে থাকে।" আরয করা হলো: সে কিভাবে মানুষকে **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় বানিয়ে দেয়? ইরশাদ করলেন: "সে মানুষকে **আল্লাহ পাকে**র পছন্দনীয়

www.dawateislami.net

বিষয়ের আদেশ দেয় এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে নিষেধ করে, ব্যস যখন লোকেরা **তাঁর** আনুগত্য করবে তখন **আল্লাহ পাক** তাকে **তাঁর** প্রিয় বানিয়ে নিবেন।"[১] এটি খুবই ঈমান সতেজকারী হাদীস শরীফ যে, যেই লোক **আল্লাহ পাকের** প্রিয় বানায় **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের প্রিয় কেন বানাবেন না? اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرْ অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গুরুত্বপূর্ণ এবং মহান দ্বীনি কাজ, যা উম্মতের সংশোধনেরই একটি প্রচেষ্টা।

উম্মতের সংশোধনের প্রবল আগ্রহ (ঘটনা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার আকীকার অনুষ্ঠানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁর সাথে তাঁর উত্তরসূরী হাজী উবাইদ রযা আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي ও ছিলেন, আমিও খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এবং জামেয়াতুল মদীনার শিক্ষার্থীরাও সমবেত ছিলো, যখন এই অনুষ্ঠানের জন্য আকীকার পশু জবাই হলো তখন হালাল, হারাম ও মাকরূহ অংশের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো এবং রীতিমতো অংশ বিশেষ হাতে নিয়ে দেখানো হলো যে, কোন অংশটি

১. শুয়াবুল ঈমান, আবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ, ১/২৬৭, হাদীস ৪০৯।

www.dawateislami.net

খাওয়া যাবে আর কোনটি খাওয়া যাবে না, এটাও জানানো হলো যে, যকৃত, ফুসফুস এবং গ্রন্থি কোনটি বরং এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পশুর কোন মাংসটি পছন্দনীয় ছিলো! এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি দেখার পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খেদমতে আরয করা হলো যে, সাধারণত আমাদের দাওয়াতে এরূপ কিছু হয়না বরং লোকেরা আসে, সাক্ষাত করে এবং খাবার খেয়ে চলে যায়, আপনার এসব করার জন্য কোন বিষয়টি উদ্বুদ্ধ করেছে, যার জন্য আপনি এত কিছু করলেন এবং এসব বর্ণনা করলেন? আমার পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه খুবই সুন্দর এবং ঈমান সতেজকারী উত্তর দিয়ে বললেন: **"উম্মতের সংশোধনের প্রবল আগ্রহ!"** এই উত্তরটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ ছিলো, যেমন; বলা হয় যে, "خَيْرُ الْكَلَامِ قَلَّ وَدَلَّ অর্থাৎ সর্বোত্তম কথা হলো তাই, যা সংক্ষিপ্ত ও দলীল সমৃদ্ধ হয়।" আসলেই উম্মতের সংশোধনের প্রবল আগ্রহই ছিলো, যা কিনা আজ **দা'ওয়াতে ইসলামী** উন্নতির ধাপ অতিক্রম করে এখানে উপস্থিত। এই অবস্থাটি **আল্লাহ পাকের** দান এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের সদকা।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামী ও তাসাউফ

প্রশ্ন: আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে তাসাউফের সাথে সম্পর্ককে কিভাবে দেখেন?

(নিগরানে শূরার মুফতী ফুযাইল রযা আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي কে প্রশ্ন)

উত্তর: (মুফতী ফুযাইল রযা مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন:) আমাদের মাদানী উদ্দেশ্য হলো: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** এই উদ্দেশ্যের প্রথম অংশ নিজের সংশোধনের ব্যাপারে আর নিজের সংশোধনে জাহিরের পাশাপাশি বাতিনের সংশোধনও হয়ে থাকে, যখন **"বাতিন"** শব্দটি বলা হয় তখন তা দ্বারা অন্তরই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং তাসাউফ অন্তরেই পবিত্রতার নাম, যখন অন্তর পবিত্র হয়ে যায় তখন জাহিরও পবিত্র ও পরিছন্ন হয়ে যায়, আমাদের এই মাদানী উদ্দেশ্যের প্রথম অংশে এই ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান। মনে রাখবেন! উদ্দেশ্য ভূলে যাওয়ার জন্য হয়না বরং সর্বদা স্মরণ রাখার জন্যই হয়ে থাকে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে নিজের এই উদ্দেশ্য স্মরণ রাখার অনেক সুযোগ বিদ্যমান, যেমন; মসজিদ আবাদ করা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, মাদানী কাফেলায় সফর করা, বয়ান এবং ইজতিমা ইত্যাদি করা। যেহেতু অন্তরের

www.dawateislami.net

পবিত্রতার গভীর সম্পর্ক হলো আমলের সাথে, অতএব আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জন্য নেক আমল পুস্তিকা প্রদান করেছেন, যাতে বান্দা যখন এর উপর আমল করবে তখন তার অন্তর পবিত্র ও পরিছন্ন হয়ে যাবে, কেননা যখন অন্তর পরিছন্ন হবে তখন ঈমানও মজবুত ও পরিপূর্ণ হবে।

মুক্তির জন্য দু'টি বিষয় জরুরী

দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটি হলো "**ঈমান**" আর দ্বিতীয়টি হলো "**একনিষ্ঠতা**", ঈমান ব্যতীত কেউ মুসলমান হতে পারে না এবং একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোন আমল কবুল হয়না। কোরআনে পাকে যেখানে নেক এবং মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষের আলোচনা হয় বা তাদের জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়, সেখানে দু'টি বাক্য ব্যবহার হয়ে থাকে: একটি হলো "اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" আর অপরটি হলো "وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰت" অর্থাৎ যে লোক ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে। যেমনটি সূরা আসরে ইরশাদ করা হয়েছে:

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐ মাহবুরের যুগের শপথ! নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে

www.dawateislami.net

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۳
(পারা ৩০, সূরা আসর, আয়াত ১-৩)

রয়েছে, কিন্তু (তারা নয়) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে আর একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

যদি এক বাক্যে এই মুবারক সূরায় আমল করার রাস্তা বর্ণনা করা হয় তবে তা হলো: "আদর্শ হিসাবে সূরা আসরের উপর আমল করার পথ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশই!" **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী উদ্দেশ্যের মধ্যেই এই ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। ঈমান ও একনিষ্ঠতা এই দু'টি বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ঈমান ব্যতীত মুক্তি নেই আর একনিষ্ঠতা ব্যতীত আমল কবুল হবে না। লৌকিকতার ব্যাপারে খুবই মারাত্মক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, যেমন; লৌকিকতাকারীর এমন আযাব হবে, যা থেকে জাহান্নামও আশ্রয় প্রার্থনা করবে।[১]

জাহির ও বাতিন উভয়ের সংশোধন জরুরী

মাদানী উদ্দেশ্যের প্রথম অংশ **"আমাকে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এর উদ্দেশ্য এটাই যে,

১. মু'জাম কবীর, আল হাসান আন ইবনে আব্বাস, ১২/১৩৬, হাদীস ১২৮০৩।

www.dawateislami.net

"আমাকে প্রথমে নিজের অন্তরের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" এটা নয় যে, শুধু জাহিরের সংশোধন করতে হবে এবং বাতিনকে ভূলে যাবে বা বাতিনের সংশোধন করতে হবে আর জাহিরকে ভূলে যাবে! বরং জাহির ও বাতিন উভয়েরই সংশোধন করতে হবে, যা অতীব জরুরী। অনেকে দাবী করে যে, আমার অন্তরের সংশোধন হয়ে গেছে অথচ তার অন্তরের কোন সংশোধন হয়নি, কেননা তার জাহির শরীয়াত অনুযায়ী হয়না, তারা শরীয়াতের সরাসরি বিরোধীতা করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদেরকে এমন পরিবেশ প্রদান করেছে, যাতে অবস্থান করে দ্বীনের উপর আমল করা সহজ, আমরা এই দ্বীনি পরিবেশের বরকতে জাহিরকেও ভাল করতে পারবে আর বাতিনকেও সজ্জিত করতে পারবো। এই পরিবেশই সর্বপ্রথম তাওবার পথ দেখায় অতঃপর মাদরাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা আকৃতিতে ইলমে দ্বীনের দরজা খুলে দেয়।

মনে রাখবেন! তাসাউফের সম্পর্ক অন্তরের সংশোধনের সাথে আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার তাওবা এবং দ্বীনের জ্ঞান অর্জিত হবে না, যখন এই দু'টি বিষয় হয়ে যায় তখন বান্দা আমলের দিকে মনোযোগী

www.dawateislami.net

হয় আর নিজের আমলকে অনুভব করার চেষ্টা করে এবং একনিষ্ঠতার জন্য ধাবিত হয়, অধিকাংশ সময় **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে অতিবাহিত করে, যাতে অন্তরের ময়লা একেবারেই দূর হয়ে যায়, কেননা যখন অন্তরে ময়লা ও নোংরামী থাকে তখন এই ময়লা পুরো শরীরে এসে যায়, যার প্রভাব কর্ম ও কথা উভয়েই হয়ে থাকে, এর মধ্য থেকে বরকত উঠে যায়, তার কথা ও কাজ নূরানীয়্যত শূন্য হয়ে যায়! উল্লেখিত সকল কথাবার্তা আমাদের মাদানী উদ্দেশ্যের প্রথম অংশের আলোকেই ছিলো।

আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত অন্তরের সংশোধন সম্ভব নয়!

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "সবই **আল্লাহ পাকে**রই দয়া, তা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।" এটাই বাস্তবতা যে, **আল্লাহ পাকে**র দয়া ব্যতীত কিছুই হতে পারে না এমনকি নিজের সংশোধনও করতে চাইলে তবে **আল্লাহ পাকে**র দয়া ব্যতীত হতে পারে না, বিশেষকরে বাতিনের সংশোধন তো **আল্লাহ পাকে**র দয়া ব্যতীত হতেই পারেনা। যেমনটি কোরআনে করীমের আয়াতে মুবারাকা হলো:

www.dawateislami.net

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি **আল্লাহ**র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো, তবে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না।

যত মুসলমান পবিত্র, তা সবই **আল্লাহ পাকে**রই দয়া, আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অংশ, এটাও **আল্লাহ পাকে**রই দয়া ও অনুগ্রহ, যদি আমাদের বাতিনের পবিত্রতা, তাওবার তৌফিক এবং ইলম ও একনিষ্ঠতা নসীব হয় তবে তা **আল্লাহ পাকে**রই দয়া এবং **তাঁর** অনুগ্রহেই হয়ে থাকে।

দা'ওয়াতে ইসলামী দিবস উদযাপনের উপকারীতা

(মুফতী আলী আসগর আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِ বলেন:) আজকের (২রা সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং) দিন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিবস হিসাবে গুরুত্ববহ এবং আজ দু'টি খুশি অর্জিত হয়েছে, একটি হলো যে, ২রা সেপ্টেম্বর **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর দ্বিতীয়টি হলো যে, এই দিনেই **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিবস উদযাপনের ধারাবাহিকতা শুরু হলো! **দা'ওয়াতে ইসলামী** দিবস উদযাপনে কৃতজ্ঞতার বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে

www.dawateislami.net

সম্পৃক্তরা এই দিনে গুরুত্বের সহিত **আল্লাহ পাকের** প্রদানকৃত এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে থাকে, এতে স্বয়ং জবাবদিহীতার দিকটিও বিদ্যমান রয়েছে যে, এই দিনে পর্যালোচনা করার সুযোগ আসবে, এই পর্যন্ত আমরা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** জন্য কি করেছি এবং আরো কি করা উচিৎ আর এই দিকটিও বিদ্যমান যে, নতুন প্রজন্মরা যেনো জানে যে, যেই বাগান ও বসন্ত আজ আমরা দেখছি, তা কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে এই পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আউলিয়ায়ে কিরামের ধরন ও দা'ওয়াতে ইসলামী

দা'ওয়াতে ইসলামীর যেই রঙ, স্বভাব এবং সৌন্দর্য রয়েছে তা বুঝার জন্য কিছু মৌলিক বিষয় বুঝা জরুরী। যেমনটি **আল্লাহ পাকের** আউলিয়া সকল যুগেই পাওয়া যায় এবং তাঁদের মাঝে অনেক বিষয় একই ধরনের হয়ে থাকে, যেমন; চাটাইয়ে বসবো আর দুনিয়া জিতে নিবো! অর্থাৎ এত সফলতা অর্জন করবো যা প্রকাশ্য উপায় দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হবে না, এই আউলিয়াগণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, কিছু এমন হয়, যাঁরা লুকায়িত থাকে এবং প্রকাশ হয় না, কিছু

www.dawateislami.net

এমন হয়ে থাকে, যারা প্রকাশ হয়, তাঁদের এমন বরকত হয়, যা দ্বারা একটি যুগ উপকৃত হয়ে থাকে।

আউলিয়ায়ে কিরামের **আল্লাহ**র সৃষ্টিকূলের সাথে যে সম্পর্ক হয়ে থাকে, তার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর পরিবর্তন করা হয়ে থাকে, এরপর এই মনিষীরা তাদের প্রশিক্ষিত করেন। এই কারণেই চার সিলসিলা অর্থাৎ কাদেরীয়া, চিশতীয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া এবং নকশবন্দিয়ার মাশায়িখগণ নিজের মুরীদদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে থাকেন এবং প্রশিক্ষণ সেই মনিষীদের জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিলো, অতঃপর প্রত্যেকের প্রশিক্ষণ করার ধরন ভিন্ন ভিন্ন, কেউ গোপন স্থানে প্রশিক্ষণ করেন, কেউ ওয়াজ ও নসিহতের মাধ্যমে **আল্লাহ**র সৃষ্টিকে উপকৃত করে থাকেন এবং কেউ কিতাবকে প্রশিক্ষণের মাধ্যম বানিয়ে নেন। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আউলিয়ায়ে কিরামগণ দ্বীনের প্রচার ও ইসলামের প্রসারেও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে যদি চিন্তা করা হয় তবে এই বিষয়টি বুঝা যায় যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই কাজ করার জন্য যতটুকু চেষ্টা করেছে, তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি এর প্রতিদান পেয়েছে এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফল ও বরকত অর্জন করেছে। লাখো

www.dawateislami.net

লোক এমন রয়েছে, যারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাদেরও বলতে দেখা যায় যে, যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী** না হতো তবে জানিনা কি হয়ে যেতো! এর কল্পনাও শরীর শিহরিত হয়ে উঠে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ত না থাকার পরও তারা স্বীকার করে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** অনেক কিছু সামলে নিয়েছে। **আল্লাহ পাক** আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে এই সৌভাগ্য দান করেছেন। আমরা যদি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর জীবনি অধ্যয়ন করি তবে জানতে পারি, তাঁর নিকট কোন বিশেষ প্রকাশ্য উপায়ও ছিলো না বরং তিনি বাস এবং রিক্সায় সফর করে শহরে ও শহরের বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, যদি এরূপ বলা হয়, তবে তা ভূল হবে না: আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা দেশের সবচেয়ে বেশি মসজিদে গিয়েছে!

বার্ষিক ইজতিমা প্রতি বছরই বড় হতে থাকে

আউলিয়ায়ে কিরামের বিশেষত্বের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তারা দ্বীনের প্রচার এবং ইসলামের প্রসারের জন্য যখন কোথাও তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন **আল্লাহ**র বান্দারা তাঁদের দিকে ধাবিত হয়ে যেতো আর সেখানে জায়গা

www.dawateislami.net

সংকুলান হতো না। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কাকড়ী গ্রাউন্ডে ইজতিমা শুরু করেন আর তাতে মানুষের সংকুলান হচ্ছিলো না, অতঃপর এই ইজতিমা এর চেয়েও বড় জায়গায় অর্থাৎ কৌরঙ্গিতে স্থানান্তরিত করা হলো, কিছুদিনের মধ্যে তাও পূর্ণ হয়ে গেলো, এরপর ইজতিমা মুলতান শরীফে স্থানান্তরিত করে দেয়া হলো, মুলতানেও কয়েকবার জায়গা পরিবর্তন করতে হলো এবং শেষবার যেখানে বার্ষিক ইজতিমা হলো তাও অনেক বড় জায়গা ছিলো, কিন্তু মনে হচ্ছিলো যে, সম্ভবত এক দুই বছরে এটাও পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা **দা'ওয়াতে ইসলামী**রই কীর্তি যে, এত বেশি লোক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হয়ে যেতো, নিঃসন্দেহে এতে গায়েবী সাহায্য রয়েছে, এটা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টি এবং আউলিয়ায়ে কিরামের ফয়যান, অন্যথায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এত কম সময়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাওয়া শুধু মানুষের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে পরিবর্তন সাধন করা!

দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে আগত ব্যক্তি সর্বপ্রথম যেই জিনিষটি নিজের অন্তরে অনুভব করে, তা হলো ইসলাম ও সুন্নাতের ভালবাসা, অতঃপর তার মুখে যিকিরুল্লাহ শুরু হয়ে যায়, তার মুখ দরূদ শরীফ দ্বারা সতেজ হতে থাকে, তার নামায পড়ার নেয়ামত লাভ হয়, তার নেকীর প্রতি আকর্ষন হয়ে যায় এবং যদি সে কোরআনের নাজেরা না পড়ে থাকে তবে তার মন চাইবে যে, আমি কোরআনে পাকের নাজেরা পড়ি, তার আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তন হয়ে যায়, তার চিন্তাভাবনা পূর্বে একরূপ হতো আর পরবর্তিতে অন্যরূপ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সে অন্তরের দিক দিয়ে উন্নতি করতে থাকে। যেহেতু **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উদ্দেশ্য মানুষের দল জমা করে বড় বড় ইজতিমা করা, নিজের শক্তি প্রদর্শন করে প্রভাব বিস্তার করা নয় বরং এই উদ্দেশ্য হলো সমাজের মানুষকে পরিবর্তন করা এবং তাদের উন্নতি করানো। এই কারণেই **দা'ওয়াতে ইসলামী** মানুষের মাঝে পরিবর্তন সাধনের পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষণেরও বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে এবং এর জন্য বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে,

www.dawateislami.net

যেমন; **"মাদরাসাতুল মদীনা"** এটি কোরআনে পাক শিখানোর বিভাগ, **"ফরয উলুম কোর্স"** এতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন কোর্স করানো হয়, বোবা বধির ইসলামী ভাইদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, তাছাড়া বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রশিক্ষণের জন্য মজলিশ প্রতিষ্ঠা করা যেমন; উকিল মজলিশ, ডাক্তার মজলিশ ইত্যাদি অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগের চাহিদাকে সামনে রেখে এর সাথে সম্পৃক্ত মানুষকে তাদের মানসিক উপযুক্ততা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ওলামায়ে কিরামের অভিমত (ভিডিও ক্লিপ্স)

✳ হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুযাফফার হোসাইন শাহ কাদেরী সাহেব مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي: **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে **আল্লাহ পাক** বরকত দান করুক আর এভাবেই তা পৃথিবীর চারিদিকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার চর্চা করতে থাকুক।

✳ হযরত আল্লামা কাওকাব নূরানী উকাড়ভী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي: আমি খুবই খুশি যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে সারা বিশ্বে কাজ খবুই উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে হচ্ছে।

www.dawateislami.net

✻ গাযিয়ে মিল্লাত, শাহজাদায়ে মুহাদ্দীসে আযম হিন্দ, হযরত মাওলানা সৈয়দ হাশেমী মিয়া مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي: তিনি (আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী) সর্বপ্রথম **"সুন্নাত"** নিজের উপর প্রয়োগ করেন অতঃপর মানুষকে বলেন যে, এর উপর আমল করো, এর প্রভাবের কোন তুলনা নেই।

✻ মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহিম কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ক্লান্ত না হওয়া ও হার না মানার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এর কারণে আমার মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা সমস্ত জায়গা, অল্প যতটুকু বাকী আছে **দা'ওয়াতে ইসলামী** তা পূরণ করবে।

✻ হযরত মাওলানা আফসার রযা রযবী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي: পৃথিবীর কোণায় কোণায় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য যেই সংগঠন কাজ করছে, তা হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**।

✻ হযরত মাওলানা সৈয়দ যাকির আশরাফী সাহেব مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي: সারা দুনিয়ায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে আজ আপনার কাজ ও আপনার নাম রয়েছে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه নতুন প্রজন্মে আপনি প্রচুর প্রেরণা দ্বারা কাজ করেছেন।

www.dawateislami.net

✻ হযরত মাওলানা আফতাব আলম সাহেব مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিবেশ যা আজ আমরা আমাদের আশেপাশে দেখছি, হায়! যেনো প্রতিটি গলি প্রতিটি মহল্লায় এই কাজ দেখা যায়।

রুকনে শূরাদের অনুভুতি, অভিমত ও বিভাগ সমূহের পরিচিতি

(রুকনে শূরা হাজী আব্দুল হাবীব আত্তারী বলেন:) আমরা সবাই ভাবি যে, যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী** না হতো, তবে আমরা কোথায় থাকতাম? আমরা যেই সম্মান পেয়েছি নিঃসন্দেহে তা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বদৌলতে, **আল্লাহ পাক** আমীরে আহলে সুন্নাত ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে নিরাপদ রাখুক, নিঃসন্দেহে **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতের জন্য অনেক বড় উপহার, এর কারণে লাখো কোটি যুবকের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে, যদি তারা **দা'ওয়াতে ইসলামী** না পেতো তবে জানিনা তারা কোথায় থাকতো, আমরা এই নেয়ামতের জন্য **আল্লাহ পাকে**র যতই কৃতজ্ঞতা আদায় করি না কেন তা কম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কারণে শুধু আমাদের মাঝেই পরিবর্তন

www.dawateislami.net

হয়নি বরং আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়া আমাদের বংশের জন্যও অনেক উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে। নিগরানে শূরা এই নেয়ামতের শুকরানার জন্য দুই রাকাত নফল নামায আদায় করার উৎসাহ প্রদান করেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি শুকরানার দুই রাকাত নফল নামায আদায় করেছি, অন্যান্য আশিকানে রাসূলেরও উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকে**র এত সুন্দর ও মহান নেয়ামতের শুকরানা স্বরূপ নফল নামায আদায় করা।

মাদানী চ্যানেল

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানে আমার নিকট **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ২১টি বিভাগের যিম্মাদারী রয়েছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাদানী চ্যানেল"** (যা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিঃ অনুযায়ী ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে) আর ২০২০ সাল পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলের ১২ বছর হয়ে গেছে, প্রথমদিকে এর সম্প্রচার শুধুমাত্র উর্দূ ভাষায় হতো, সময়ের সাথে সাথে মাদানী চ্যানেল সারা দুনিয়ায় গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে থাকে, বিদেশ থেকে বার্তা আসা শুরু হয়ে গেলো যে, "এখানেও মাদানী চ্যানেল দেখা যায় কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম ইংরেজি বেশি বুঝে দয়াকরে

www.dawateislami.net

মাদানী চ্যানেল ইংরেজী ভাষায়ও শুরু করুন!" এটা অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ ছিলো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"মাদানী চ্যানেল ইংলিশ"** শুরু হয়ে গেলো, এরপর অনন্য এক দাবী উত্থাপিত হলো যে, "বাংলাদেশের মুসলমান মাদানী চ্যানেল বাংলা ভাষায় দেখতে ও শুনতে চায় অতএব এখানে বাংলা ভাষায় মাদানী চ্যানেল সম্প্রচার করুন!" যেহেতু সেখানেও বিপুল সংখ্যক মুসলমান রয়েছে সুতরাং বাংলা ভাষায় মাদানী চ্যানেল শুরু করে দেয়া হলো। মাদানী চ্যানেল পৃথিবীতে একটিই চ্যানেল, যা শতভাগ ইসলামী চ্যানেল, এর সম্প্রচার তিনটি ভাষায় চলছে, এছাড়াও পৃথিবীর কয়েকটি ভাষায় এর অনুষ্ঠান মালা ডাবিং করা হচ্ছে, মাদানী চ্যানেল স্যাটেলাইটের পাশাপাশি নিজেদের ওয়েব সাইট এবং Application এও এই তিন ভাষায় ২৪ ঘন্টা অনলাইন হয়ে থাকে।

শিশুদের মাদানী চ্যানেল

শিশুদের জন্য **"কিডস মাদানী চ্যানেল"** এর বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছে, প্রথমদিকে এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র দুই ঘন্টার ছিলো কিন্তু এখন এর সম্প্রচার চার ঘন্টা করে দেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আলাদাভাবে **"কিডস মাদানী চ্যানেল"** শুরু করারও নিয়্যত রয়েছে। কিডস মাদানী

www.dawateislami.net

চ্যানেলে **"গোলাম রাসূল"** নামের যেই এনিমেশন ভিডিওটি প্রচার হয় তাও শুধুমাত্র উর্দূ ভাষাতেই নয় বরং অন্যান্য ভাষায়ও সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি আরবী ভাষায় মাদানী চ্যানেলের একটি ইউটিউব চ্যানলে বানানোর ইচ্ছা রয়েছে এবং লক্ষ্য এটাও রয়েছে যে, আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ মাদানী চ্যানেল শুরু করা।

সোশ্যাল মিডিয়া (Social Media)

দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হলো সোশ্যাল মিডিয়া, **দা'ওয়াতে ইসলামী** সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর কাজ করছে, এতেও উর্দূ, আরবী এবং ইংরেজী ইত্যাদি অন্যান্য ভাষায় আলাদা আলাদা বিভাগ বানানো হয়েছে, যাদের কয়েক মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট থেকে ভাইরাল হওয়া এক একটি ভিডিও লাখ লাখ লোক দেখে থাকে।[১]

১..আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ "সোশ্যাল মিডিয়া" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই মজলিশ এই মুহূর্তে যেসকল ওয়েব সাইটে কাজ করছে, তার মধ্যে ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটার, ইনস্ট্রাগ্রাম, টেলিগ্রাম এবং ওয়াটসআপ অন্তর্ভূক্ত। ফেইসবুকে ১০ পেইজে কাজ হচ্ছে, যার মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, মাওলানা ☞

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর জনকল্যাণ মূলক কাজ

দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হলো "**ওয়েল ফেয়ার**", যার মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্য করা হয়। এই কাজের জন্য জনবল ও অনেক কর্মীর প্রয়োজন হয়, যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাছে রয়েছে, যদি মুর্শিদের দেশে

☞ ইলইয়াস কাদেরী, মাওলানা উবাইদ রযা, হাজী ইমরান আত্তারী, হাজী শাহিদ আত্তারী, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, মাদানী নিউজ, মাদানী চ্যানেল, মাদানী চ্যানেল লাইভ এবং ৩০ সেকেন্ড এবং লেস (Thirty Seconds Or Less) অন্তর্ভূক্ত, যেগুলোতে পাওয়া লাইকে মোট সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ। ইউটিউবেও ১০টি চ্যানেলে কাজ করা হচ্ছে। যার মধ্যে মাদানী চ্যানেল, মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী (Maulana Ilyas Qadri), ইসলাম ফর কিডস (Islam For Kids), মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী (Maulana Ubaid Raza Attari), মাওলানা ইমরান আত্তারী (Maulana Imran Attari), মাদানী চ্যানেল উর্দূ লাইভ (Madani Channel Urdu Live),মাদানী চ্যানেল ইংলিশ (Madani Channel English),মাদানী চ্যানেল ইংলিশ লাইভ (Madani Channel English Live) এবং নাত প্রোডাকশন (Naat Production) অন্তর্ভূক্ত। এই সকল চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের (Subscribrers) মোট সংখ্যা প্রায় ১.৭ মিলিয়ন (১৭ লাখ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। যদি আপনিও সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার হন তবে এই পেইজসমূহ এবং চ্যানেলগুলো লাইক এবং সাবস্ক্রাইব (Subscribe) করুন, এর কন্টেন্ট (Content) ব্যাপকভাবে শেয়ার করুন এবং কোরআন ও সুন্নাতের বার্তাকে সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

ব্যাপারে কথা বলি তবে আমার এটা বলা ভূল হবে না যে, গলিতে গলিতে মহল্লায় মহল্লায় **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা রয়েছে, যাদের মাধ্যমে প্রতিটি এলাকায় সহজেই সাহায্য পৌঁছে দেয়া যাবে। আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের নিকট ফান্ড থাকে কিন্তু কর্মী স্বল্পতার কারণে তারা বেশি কাজ করতে পারে না।

কাশ্মিরে ২০০৫ সালে ভূমিকম্প হয়েছিলো, তখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**ও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করেছে কিন্তু এর জন্য আমাদের বাবুল মদীনা বা অন্য কোন শহর থেকে ইসলামী ভাইদের কাশ্মির পাঠাতে হয়নি বরং সেখানে আমাদের ইসলামী ভাই প্রথম থেকেই ছিলো, তাই বাবুল মদীনা থেকে শুধু মালামাল ও নগদ অর্থ পাঠানো হয়েছিলো এবং সেখানে থাকা ইসলামী ভাইদের মাধ্যমে তা বিতরন করে দেয়া হয়েছিলো।

২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমরা এই ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ২৬ লক্ষ মুসলমানকে সাহায্য করার লক্ষ্য স্থির করেছিলাম এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه (০২.০৯.২০২০) পর্যন্ত আমরা ২০ লক্ষ মুসলমানকে রান্না

www.dawateislami.net

করা খাবার, খাদ্যশষ্য এবং নগদ টাকা প্রদান করেছি আর এখনো এই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

করোনা ভাইরাস থেকে নিরাপত্তার জন্য লকডাউন দেয়া হয়েছিলো, তখন একটি নতুন সমস্যা দেখা দিলো যে, থ্যলাসিমিয়ার রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য রক্ত পাওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছিলো এবং এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত না পেলে তাদের জীবন বাঁচানো কষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্যার সংবেদশীলতার কথা ভেবে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক অনন্য ঘোষণা করেন: **"এই শিশুদের জীবন বাঁচানোর জন্য আমার রক্ত প্রয়োজন হলে তবে তা নিয়ে নাও!"** তাঁর এই ঘোষণায় হাজারে আশিকানে রাসূল ৩০ হাজারেরও বেশি রক্তের ব্যাগ দান করেছে। এই সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েল ফেয়ারের মাধ্যমে হয়েছিলো, যাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **"ডাক্তার মজলিশ"** এর ব্যাপক সহযোগীতা ছিলো।

সাম্প্রতিক বৃষ্টির কারণে বাবুল মদীনা, হায়দারাবাদ, সিন্ধু প্রদেশ ও এর আশেপাশের এলাকা বন্যা পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়, অনেক এলাকা বন্যা কবলিত হয়, **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়েল ফেয়ার এই পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের সহযোগিতার

www.dawateislami.net

দায়িত্ব পালন করেছে এবং প্রায় তিনলক্ষ মুসলমানকে নগদ অর্থ ও রান্না করা খাবার ও মালামাল প্রদান করে।

দারুল মদীনা

(রুকনে শূরা হাজী আতহার আত্তারী বলেন:) আমার নিকট **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১৭টি বিভাগের যিম্মাদারী রয়েছে, এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো **"দারুল মদীনা ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কুলিং সিস্টেম"**, যা দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষার সুন্দর সমন্বয়, এর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে শরীয়া কম্প্লাইন্ট একাডেমিক এডুকেশন (শরীয়াত সম্মত একাডেমিক শিক্ষা) প্রদান করা হয়, প্রাক-প্রাথমিক থেকে মেট্রিক পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী মুফতীয়ানে কিরাম থেকে চেক করা সিলেবাস অভিজ্ঞ ও প্রফেশনাল টিচারের তত্বাবধানে পড়ানো হয়। দারুল মদীনার সম্পূর্ণ সিস্টেম **দা'ওয়াতে ইসলামী** বানিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমানে ৮২টি ক্যাম্পাস চালু হয়েছে, যাতে ২২৪০০ (বাইশ হাজার চারশত) স্টুডেন্টস শিক্ষা গ্রহণ করছে, মুর্শিদের দেশের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও এর ক্যাম্পাস রয়েছে।[১]

১..এই বিষয়টির প্রয়োজন ছিলো যে, এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক, যা দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষার সুন্দর সমন্বয় হবে, যাতে পাঠকারী ☞

www.dawateislami.net

ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট (অনুবাদ বিভাগ)

দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হলো **"ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট"**, যা নির্ভরযোগ্য ইসলামী কিতাব সমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে থাকে, শায়খে কামিল আমীরে আহলে সুন্নাতের কিতাব ও পুস্তিকা এবং পূর্ববর্তি বুযুর্গদের কিতাব অনুবাদ করা এর মৌলিক উদ্দেশ্য। এই বিভাগের অধিনে এই পর্যন্ত প্রায় ৩২১৮টি (তিন হাজার দুইশত আটারো) কিতাব ও পুস্তিকা ৩৭টি ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে, যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইটে রয়েছে এবং কিছু

শিক্ষার্থীরা শুধু মর্যাদাবান মুসলমান হবে না বরং পেশাদারী শিক্ষাও অর্জন করে স্বনির্ভর হয়ে সমাজে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা অর্জন করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **"দারুল মদীনা"** নামে ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৪৩২ হিঃ অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারী ২০১১ সালে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়, যার মূল উদ্দেশ্য হলো উম্মতে **মুস্তফা**র নতুন প্রজন্মকে সুন্নাতের আদলে দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষায় সমৃদ্ধ করা। দারুল মদীনায় শিক্ষার মানদন্ডকে উন্নত করার জন্য উপযুক্ত, অভিজ্ঞ এবং উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক মন্ডলী নির্বাচন করা হয়, মাঝে মাঝে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়, যাতে তারা নতুন শিক্ষা টেকনিক সম্পর্কে অবগত করা যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সংক্ষিপ্ত সময়ে বর্তমানে দেশ বিদেশে, বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য (UK) এবং যুক্তরাষ্ট্র (USA) ইত্যাদিতে দারুল মদীনার ৮২টি ক্যাম্পাস (Campus) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে পাঠকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৪ হাজারেরও বেশি। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)**

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ছাপানোও হয়েছে।

আইটি ডিপার্টমেন্ট

বর্তমান যুগে **"I.T"** (অর্থাৎ ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট) এর গুরুত্ব এবং উপকারীতা সম্পর্কে কেইবা জানে না? **দা'ওয়াতে ইসলামী** আধুনিক যুগের চাহিদার সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মডার্ন টুলসের বেষ্ট এম্প্লিমেন্টেশনকে স্বীকার করে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ হলো **"I.T"** ডিপার্টমেন্ট। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই বিভাগ ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য প্রায় ৬১টি ওয়েব সাইট এবং ৩৮টি মোবাইল এপ্লিকেশন বানিয়েছে। এর মধ্যে **"কোরআন ফিত তাফসীর"** এবং **"প্রেয়ার টাইম"** উল্লেখযোগ্য।[১]

১..মানুষ জীবনমান উন্নত করতে করতে সোশ্যাল মিডিয়ার যেই যুগ বর্তমানে অতিক্রম করছে, এতে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের কৃতিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ইনফরমেশন টেকনোলজি কোন না কোন ভাবে জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে প্রভাবিত করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতের সংশোধনের জন্য সারা পৃথিবীতে ইসলামের সুবাশ ছড়ানোর জন্য যেই কয়েকটি মজলিশ এবং বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে, এর মধ্যে একটি বিভাগের নাম হলো **"আইটি ডিপার্টমেন্ট"**, যার কাজই ☞

www.dawateislami.net

ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ মজলিশ

যেকোন সমাজের জন্য বিজনিস কমিউনিটি (অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা) মেরুদন্ডের ন্যায় হয়ে থাকে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** তার মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** পালন এবং এই পেশার লোকদের নিকট ইসলামী শিক্ষাকে পৌঁছানোর জন্য একটি বিভাগ **"ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ মজলিশ"** নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বিভাগের উদ্দেশ্য চেম্বার অব কমার্স থেকে শুরু করে সাধারণ ব্যবসায়ী পর্যন্ত পৌঁছা,

---

ে হলো ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষকে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করা, আইটি মজলিশের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের মধ্যে আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জগদ্বীখ্যাত **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ"** এবং **"তরজুমায়ে কোরআন কানযুল ঈমান"** কে সফটওয়্যারের আকৃতিতে উপস্থাপন করা, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত **"তাফসীরে সিরাতুল জিনান"** এর সফটওয়্যারও বানানো হয়েছে আর এই পর্যন্ত ৩৮টি এপ্লিকেশন বানানো হয়েছে। অসংখ্য কিতাব ও পুস্তিকা, অডিও/ডিভিও বয়ান, ইলম দ্বীনে ভরপুর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত মাদানী মুযাকারা এবং আরো অনেক কিছু জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট (www.dawateislami.net) এর ভিজিট করা অসংখ্য দ্বীনি তথ্যাবলী অর্জন করার অন্যতম মাধ্যম।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

তাদেরকে হালাল ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করা, নেকীর দাওয়াত প্রদান করা।[১]

শিক্ষা বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হলো **"শিক্ষা বিভাগ"**, এর উদ্দেশ্য হলো সকল ইউনিভার্সিটি, কলেজ,

---

১.."ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ মজলিশ" এর কাজ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত লোকদের ব্যবসা সম্পর্কীত ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপন করা, তাদের মাঝে নেকীর দাওয়াত প্রসার করা, তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত করা। ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ মজলিশের অধিনে বড় বড় মার্কেট, শপিংমল ইত্যাদিতে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মিল ও ফ্যাক্টরীর মালিকদের মাদানী কাফেলায় সফরের মানসিকতা প্রদান করার পাশাপাশি তাদের অধিনে কর্মরতদেরও প্রতি মাসে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ফ্যাক্টরী এবং কারখানায় মসজিদ বা ইবাদতখানার ব্যবস্থা করা হয় যাতে আশিকানে রাসূলরা নিয়মিত নামায পড়তে পারে। ফ্যাক্টরী এবং কারখানার মসজিদ বা ইবাদতখানায় রমযান মাসে তারাবীরও ব্যবস্থা করা হয়। শরয়ী নির্দেশনার জন্য ব্যবসায়ীদের দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে জুড়ে থাকার মানসিকতা প্রদান করা হয়। ব্যবসার সাথে সম্পৃক্তদের শরয়ী নির্দেশনার জন্য মাদানী চ্যানেলে সপ্তাহে একদিন **"আহকামে তিজারত"** নামে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়, যাতে ব্যবসা সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের শরয়ী নির্দেশনা দেয়া হয়। মোটকথা ব্যবসাকে সত্যিকার অর্থে ইসলামী রীতিতে করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই মজলিশ সচেষ্ট রয়েছে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)**

www.dawateislami.net

একাডেমী এবং কোচিং সেন্টার ইত্যাদিতে নেকীর দাওয়াত প্রসার করা।[১]

১..শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ, ভবিষ্যতে জাতির নেতৃত্ব তারাই দিবে, যদি তাদেরকে শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তবে সম্পূর্ণ সমাজ খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার নীড়ে পরিনত হয়ে যাবে।" সরকারি ও প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মাঝে দ্বীনের বার্তাকে প্রসার করার জন্য শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত করে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা প্রদান করা। এই মজলিশ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য আমলাদের ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত করে থাকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত নেক আমল পুস্তিকা প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়, অন্যান্য দ্বীনি কাজের পাশাপাশি হোস্টেলে নেকীর দাওয়াত এবং ফজরের নামাযের জন্য জাগানোরও ব্যবস্থা করা হয়, মাঝে মাঝে নাত মাহফিলেরও আয়োজন করা হয়, এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূল সাপ্তাহিক ইজতিমা, মাদানী মুযাকারা এবং মাদানী কাফেলায় সফর করে ইলমে দ্বীন অর্জন করে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه অসংখ্য দুনিয়াবী জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষী আমলহীন শিক্ষার্থী নামাযী ও সুন্নাতের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ছাত্রীরাও নিয়মিত পর্দা এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত কারীনি হয়ে গেছে। ছুটির দিনে বিশেষকরে ছাত্রদেরকে ফরয উলুম, সুন্নাত ও আদব শিখানো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের পরিচিতি উপস্থাপন করা, ☞

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজের বন্টন প্রক্রিয়া

(নিগরানে পাক ইন্তিযামী কাবীনা ও রুকনে শূরা হাজী আবু রজব মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী বলেন:) মুর্শিদের দেশকে আমরা সাংগঠনিক ভাবে ছয়ভাগে ভাগ করেছি, যাকে আমরা রিজোন বলে থাকি, এর যিম্মাদারী ছয়জন রুকনে শূরার নিকট, অতঃপর এই ছয়টি রিজোনে ৪৪টি জোন বানানো হয়েছে, এই ৪৪টি জোনকে ১৮৭টি শহুরে কাবীনাত এবং ১৪০টি গ্রাম্য কাবীনাতে বন্টন করেছি, গ্রাম্য কাবীনাতকে আশেপাশের কাবীনাতও বলা হয়। তাছাড়া দেশ জুড়ে এই কাবীনাতকে ১৬২৬টি (এক হাজার ছয়শত ছাব্বিশ) ডিভিশন এবং এই ডিভিশন গুলোকে ৫৫২৪টি (পাঁচ হাজার পাঁচশত চব্বিশ) এলাকায় আর এই এলাকাগুলোকে ১৮৩৭৫টি (আটারো হাজার তিনশত পঁচাত্তর) হালকায় আর এই হালকা গুলোকে প্রায় একলক্ষ যেলী হালকায় বন্টন করেছি।

☜১২টি দ্বীনি কাজে আমলী ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষা বিভাগের অধিনে ফয়যানে নামায কোর্স, আমল সংশোধন কোর্স, দ্বীনি কাজ কোর্স এবং ফয়যানে কোরআন ও হাদীস কোর্সও করানো হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী বোনদের মাঝেও শরীয়াত অনুযায়ী নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন কোর্স করানো হয়ে থাকে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)**

দা'ওয়াতে ইসলামীর মোট ১০৮টি বিভাগ রয়েছে, এর মধ্যে পাক ইন্তিযামী কাবীনার অধিনে ৬৮টি বিভাগ রয়েছে, যা সাংগঠনিক ভাবে বিভিন্ন রিজোন, জোন, ডিভিশন এবং এলাকায় বন্টন করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক ইজতিমা সমূহ

দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি দ্বীনি কাজ হলো **"সাপ্তাহিক ইজতিমা"**, যা লকডাউনের পূর্বের কার্যবিবরনী কিছুটা এরূপ: ইসলামী ভাইদের সাপ্তাহিক ইজতিমা সাড়ে পাঁচশ এরও বেশি জায়গায় হতো এবং ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমা শুধুমাত্র মুর্শিদের দেশে প্রায় সাড়ে সাত হাজার স্থানে হতো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যাবে না যে, ইসলামী ভাইদের দ্বীনি কাজ বেশি নাকি ইসলামী বোনদের দ্বীনি কাজ বেশি![১]

১..**দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে দেশ ও বিদেশে প্রতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য অসংখ্য সাপ্তাহিক ইজতিমায় হাজারো আশিকানে রাসূল একত্রিত হয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করে থাকে, সুন্নাত ও আদব শিখে, মুসলমানের নৈকট্যের বরকত অর্জন করে থাকে, আল্লাহ পাকের ঘরে রাতে ইতিকাফ করার সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করে থাকে, অসংখ্য সৌভাগ্যবান নেক আমল পুস্তিকার উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং ইজতিমার শেষে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে থাকে। ☞

www.dawateislami.net

ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট

(রুকনে শূরা হাজী মুহাম্মদ বিলাল আত্তারী বলেন:) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজ যেভাবে মুর্শিদের দেশে হচ্ছে তেমনিভাবে বিদেশেও দ্বীনি কাজের ধারাবাহিকতা রয়েছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ডিজিটাল সার্ভিস সমূহ যেমন; সোশ্যাল এ্যন্ড ইলেক্ট্রিক মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি বার্তা পৌঁছে গেছে কিন্তু রীতিমতো অর্গানাইজেশন এবং পরিপূর্ণ এস্ট্রাকচার (অর্থাৎ সাংগঠনিক বিন্যাস যেমন; যেলী হালকা, এলাকা, ডিভিশন এবং এর পরিপূর্ণ মুশাওয়ারাত ইত্যাদি) সহকারে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ৬০টি দেশে নিজের নেটওয়ার্ক বানিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه লকডাউনের পূর্বে বিদেশে ইসলামী ভাইদের সাপ্তাহিক ইজতিমা ৮১৩টি স্থানে হতো আর ইসলামী বোনদের ইজতিমার সংখ্যা ৩২০০টি (তিন হাজার দুইশত) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো।

☜ এই সাপ্তাহিক ইজতিমার জন্য **"সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশ"** নামে একটি মজলিশ গঠন করা হয়েছে, যার কাজ সাপ্তাহিক ইজতিমার ব্যবস্থাপনাকে শরয়ী ও সাংগঠনিক মূলনীতি অনুযায়ী চালানো। সাপ্তাহিক ইজতিমা মজলিশের অধিনে দেশে ও বিদেশে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের ১২ হাজার ৫শত এরও বেশি ইজতিমা হয়ে থাকে, যাতে অংশগ্রহণকারীর গড় সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯০ হাজার।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

www.dawateislami.net

মুর্শিদের দেশের বাইরে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ

বিদেশেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে মাদানী মারকায ও মসজিদ নির্মাণ হয়ে থাকে, এই পর্যন্ত সংগৃহিত কার্যবিবরনী কিছুটা এরূপ: বাংলাদেশে প্রায় ৪৩টি মসজিদ এবং মারকায, ইউকে তে ৫৫টি মসজিদ ও মারকায, সাউথ আফ্রিকায় ৫১টি মসজিদ ও মারকায বিদ্যমান রয়েছে, এভাবে প্রায় ৩১টি দেশ এমন রয়েছে যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী** নিজের মারকায ও মসজিদ নির্মাণ করেছে, এছাড়াও বিদেশে মাদরাসাতুল মদীনা, জামেয়াতুল মদীনা, দারুল মদীনা এবং ইসলামিক সেন্টারও রয়েছে। **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় আশা করছি যে, এই লকডাউন খুলতেই আর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে তবে اِنْ شَآءَ الله এই দ্বীনি কাজ আরো দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে।

মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ

(রুকনে শূরা ক্বারী সেলিম আত্তারী বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে দেশে ও বিদেশে ৪২৪৫টি (চার হাজার দুইশত পঁয়তাল্লিশ) মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত

www.dawateislami.net

হয়েছে, যাতে ১,৮৭,০০০জন (এক লক্ষ সাতাশি হাজার) ছাত্র ও ছাত্রী কোরআনে করীম হিফয ও নাজেরার শিক্ষা অর্জন করছে এবং এই পর্যন্ত প্রায় ৩,৬৫,০০০জন (তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) শিশু হিফয ও নাজেরার শিক্ষা সম্পন্ন করে নিয়েছে। মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশে অধিনে ফ্রি বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়, এই কোর্সে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা প্রায় ৮০০জন।[১] আমাদের লক্ষ্য রয়েছে اِنْ شَآءَ الله দেশে ও বিদেশে ২০২১ সালের মধ্যে আরো ২৬০০ (ছাব্বিশ শত) নতুন মাদরাসা খোলার। মাদরাসাতুল মদীনায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, শুধুমাত্র মুর্শিদের দেশের মাদরাসাতুল মদীনা সমূহের মাসিক ব্যয় ১৪ কোটি টাকা! যা বাৎসরিক ১.৬৪ বিলিয়ন টাকা হয়।

১..**দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদরাসাতুল মদীনায় ক্বারী সাহেব এবং নাযিমের স্বল্পতা পূরণ করা, মাদারাসাতুল মদীনার ব্যবস্থাপনাকে সুন্দর এবং শক্তিশালী রাখা ও নতুন মাদরাসাতুল মদীনায় ক্বারী সাহেব নিয়োগের জন্য বড় ইসলামী ভাইদেরকে কায়দা ও নাজেরা কোর্স, মুদাররীস কোর্স, তাজবীদ ও কিরাত কোর্স এবং নিযামত (ব্যবস্থাপনা) কোর্স করানো হয়। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)**

www.dawateislami.net

জামেয়াতুল মদীনা মজলিশ

(রুকনে শূরা হাজী হাফেয মুহাম্মদ আসাদ আত্তারী মাদানী বলেন:) اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে **১৯৯৫** সালে গোদরায় (বাবুল মদীনার একটি এলাকা) দুই কক্ষের জামেয়াতুল মদীনা শুরু হয়, যা বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে দেশে ও বিদেশে ৮৪৯টি (আটশত উনপঞ্চাশ) শাখায় পৌঁছে গেছে, যেখানে প্রায় ৬১০০০জন (একষট্টি হাজার) ছাত্র ও ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে আর এই পর্যন্ত প্রায় **১২০০০**জন (বার হাজার) ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নিজামী সম্পন্ন করে বের হয়ে গেছে। এই সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে اِنْ شَآءَ الله ২৭০০জন (সাতাইশ শত) ছাত্র ও ছাত্রী দাওরায়ে হাদীস শরীফ করে বের হবে। জামেয়াতুল মদীনায় শিক্ষা অর্জনকারীদের থেকে কোন ফি নেয়া হয় না, তাদের জন্য ফ্রি শিক্ষা, বাসস্থান এবং খাবারের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।[১]

১.. اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, সাউথ আফ্রিকা, কানাডা, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, মোজাম্বিক এবং নেপাল ইত্যাদিতে জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামেয়াতুল মদীনার বৈশিষ্ট্য হলো, দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক ও রূহানী প্রশিক্ষণও করা। তাছাড়া এই ☞

www.dawateislami.net

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

(রুকনে শূরা হাজী আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী বলেন:) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একটি বিভাগ হলো **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"**, যাতে লেখালেখির কাজ হয়ে থাকে। এই বিভাগে ১১৭জন দরসে নিজামী সম্পন্ন করা (অর্থাৎ আলিম কোর্স করা) ইসলামী ভাই লেখালেখি অর্থাৎ কিতাব লেখার কাজ করছে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পর্যন্ত ৫৭৬টি কিতাব ও পুস্তিকা লেখা হয়েছে, আরো ৩৫টি কিতাবের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কাগজের টুকরো সংরক্ষণ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হলো **"পবিত্র কাগজের টুকরো সংরক্ষণ বিভাগ"**, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ছয় বছর ধরে এই কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং মুর্শিদের দেশের ৬২৯টি (ছয়শত

☜ শিক্ষার্থীরা দেশীয় মাদ্রাসা বোর্ডে পরীক্ষা দিয়ে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে থাকে। জামেয়াতুল মদীনা খন্ডকালিনে পিএইচডি হোল্ডার এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ইত্যাদিরাও শিক্ষা অর্জন করছে। প্রতি বছর অসংখ্য শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সমাপনি পাগড়ী পরিধান করানো হয়ে থাকে, যারা শিক্ষা সমাপনের পর দারুল ইফতা, আল মদীনাতুল ইলমিয়া, জামেয়াতুল মদীনা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে দ্বীনি খেদমত করছে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)**

আটাশ) শহরে পবিত্র কাগজের টুকরো সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, পবিত্র কাগজের টুকরোকে বেআদবী থেকে বাঁচানোর জন্য এই পর্যন্ত ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) এরও বেশি বাক্স লাগানো হয়েছে এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আট লক্ষ বস্তা পবিত্র কাগজের টুকরো সংরক্ষন করা হয়েছে, এই কাজ অব্যাহত রয়েছে।

মাদানী কাফেলা বিভাগ

(রুকনে শূরা হাজী আমীন আত্তারী কাফেলা বলেন:) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "আমাদের গন্তব্য মাদানী কাফেলার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতকে প্রসার করা।" আর আমাদের মাদানী উদ্দেশ্য হলো: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়া মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলা মজলিশ দেশে ও বিদেশে এই উদ্দেশ্যের অধিনেই মাদানী কাফেলা সমূহ সফর করানোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে, হাজারো লাখো ইসলামী ভাই **আল্লাহর** পথে সফর করে থাকে। গতবছর মাদানী

www.dawateislami.net

কাফেলায় সফরকারীদের যেই কার্যবিবরনী আমরা পেয়েছি সেই অনুযায়ী লাখো ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলায় সফর করেছে, এর মধ্যে ৩দিন, ১২দিন, ৩০দিন, ১২ মাস এবং ২৬ মাসের মাদানী কাফেলায় সফরকারী ও ওয়াকফে মদীনা হওয়া ইসলামী ভাইও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এক মাসের জন্য মাদানী কাফেলায় সফরকারীর সংখ্যা এত বেশি হয় যে, বিভিন্ন রিজোন থেকে পুরো পুরো ট্রেন বুকিং করানো হয়ে থাকে।

কিছু বিভাগের আপডেট কার্যবিবরনী

বিভাগ সমূহ	২০২০ সেপ্টেম্বর	২০২১ জুন
আল মদীনাতুল ইলমিয়া Islamic Research Center	অনুবাদ, রচনা এবং নিরীক্ষণ সম্পন্ন কিতাব ও পুস্তিকা: ৫৭৬টি	কিতাব ও পুস্তিকা যা সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়েছে: ৬৬১টি কাজ চলছে: ৪০টি
জামেয়াতুল মদীনা	মোট জামেয়া: ৮৪৯টি মোট শিক্ষার্থী: ৬১০০০জন মোট শিক্ষা সম্পন্নকারী (ছাত্র ও ছাত্রী) ১২০০০জন	মোট জামেয়া: ১১২৭টি মোট শিক্ষার্থী: ৮৮৮৩৫জন মোট শিক্ষা সম্পন্নকারী (ছাত্র ও ছাত্রী) ১৩৪৫৫জন

www.dawateislami.net

বিভাগ সমূহ	২০২০ সেপ্টেম্বর	২০২১ জুন
মাদরাসাতুল মদীনা	মোট মাদরাসা: (ছেলে ও মেয়েদের) ৪২৪৫টি মোট শিক্ষার্থী: ১৮৭০০০জন মোট শিক্ষা সম্পন্নকারী: ৩৬৫০০০জন কোর্স সম্পন্নকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের সংখ্যা: ৮০০জন	মোট মাদরাসা: (ছেলে ও মেয়েদের) ৪৫১১টি মোট শিক্ষার্থী: ২১০১০৭জন কোর্স সম্পন্নাকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের সংখ্যা: ১৫২১জন
দারুল মদীনা	মোট ক্যাম্পাস: ৮২টি মোট শিক্ষার্থী: ২২৪০০জন	মোট ক্যাম্পাস: ১০২টি মোট শিক্ষার্থী: ২২৫০০০জন
ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট (অনুবাদ বিভাগ)	৩৭টি ভাষায় মোট কিতাব ও পুস্তিকা অনুবাদ: ৩২১৮টি	মোট কিতাব ও পুস্তিকা অনুবাদ: ৪০৬২টি
আইটি ডিপার্টমেন্ট	মোট ওয়েব সাইটস: ৬১টি মোট মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন: ৩৮টি	মোট ওয়েব সাইটস: ৬৬টি মোট মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন: ৫৪টি
মুর্শিদের দেশে সাপ্তাহিক ইজতিমা	ইসলামী ভাইদের ইজতিমা: ৫৫০টি ইসলামী বোনদের ইজতিমা: ৭০০০টি	ইসলামী ভাইদের ইজতিমা: ৫৭৭টি

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১৪ই মুহাররামুল হারাম ১৪৪২ হিঃ মোতাবেক ২রা সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং দা'ওয়াতে ইসলামীর ৩৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাদানী চ্যানেলে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের লিখিত সংকলন, যা আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর "আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র" বিভাগ সংকলন করেছে। এই পুস্তিকায় দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ: শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর, আমীরে দা'ওয়াতে ইসলামীর নিয়োগ, দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজের শুরু, দা'ওয়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম ইজতিমা, দা'ওয়াতে ইসলামী কি কখনো রাজনীতিতে আসতে পারে?, নিগরানে শূরা হাজী আবু হামীদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর কাছে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর, মুফতিয়ানে কিরাম এর মনোমুগ্ধকর আলোচনা এবং শূরার সদস্যবৃন্দদের বক্তব্য কার্যবিবরণী ইত্যাদি। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই পুস্তিকার নাম "দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী" রেখেছেন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)

01180142

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net